গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬

ও

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

(এই আইন ও বিধিমালা জানুয়ারি, ২০১৯ সন পর্যন্ত সংশোধিত)

উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

জানুয়ারি – ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬

(২০০৬ সনের ২৪ নং আইন)

ও

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮

(২০০৮ সনের ২১ নং এস. আর. ও)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

জানুয়ারি – ২০১৯

উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১
২।	সংজ্ঞা	১
৩।	প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা	৫
৪।	আইনের প্রাধান্য	৫
৫।	ক্রয় সংক্রান্ত দলিল প্রস্তুত, বিতরণ ও মূল্যায়ন	৫
৬।	উন্মুক্তকরণ (opening) কমিটি	৬
৭।	মূল্যায়ন কমিটি	৬
৮।	দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন, ইত্যাদি	৬
৯।	ক্রয় সংক্রান্ত আইন, ইত্যাদি সাধারণের প্রাপ্যতা	৭
১০।	যোগাযোগের ধরন	৭
১১।	ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি	৭
১২।	ক্রয় সংক্রান্ত দলিল	৮
১৩।	ক্রয় কার্যে প্রতিযোগিতা	৮
১৪।	দরপত্রের মেয়াদ নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানত প্রদান, ইত্যাদি	৮
১৫।	বিনির্দেশ (specification) এবং কর্মপরিধি (terms of reference) প্রস্তুত	৯
১৬।	সামাজিক বিচার্য বিষয়	৯
১৭।	দলিলপত্রাদি অনুবাদ ও প্রকাশনা	৯
১৮।	ক্রয় প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা	৯
১৯।	দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলকরণ	৯
২০।	ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া ও চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	১০
২১।	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রকাশ এবং অবহিতকরণ	১০
২২।	চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	১০
২৩।	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ	১০

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৪।	ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ	১০
২৫।	বৈষম্যহীনতা	১১
২৬।	ব্যক্তির যোগ্যতা	১১
২৭।	যৌথ উদ্যোগ	১১
২৮।	স্বার্থের সংঘাত	১১
২৯।	অভিযোগ করিবার অধিকার	১২
৩০।	প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, আপীল, ইত্যাদি	১২
৩১।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ	১৩
৩২।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ	১৩
৩৩।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ	১৫
৩৪।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দুই পর্যায়ে, কোটেশন ও অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগ	১৬
৩৫।	দূতাবাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাবাহী বাহনের জন্য ক্রয়	১৮
৩৬।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	১৮
৩৭।	বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি	১৮
৩৮।	বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ	১৯
৩৯।	বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শক নির্বাচন	২০
৪০।	বিজ্ঞাপন	২১
৪১।	প্রাক-যোগ্যতা দলিল বিতরণ ও দাখিল	২১
৪২।	প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ	২১
৪৩।	প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র মূল্যায়ন ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	২২
৪৪।	দরপত্র দলিল বিক্রয় এবং প্রাক-দরপত্র সভা, ইত্যাদি	২২
৪৫।	দরপত্র দলিলের সংশোধন	২২
৪৬।	দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিল	২৩
৪৭।	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	২৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪৮।	দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি	২৪
৪৯।	পূর্বশর্ত হিসাবে কোন নিগোসিয়েশন বা দরপত্র সংশোধন না করা	২৪
৫০।	দরপত্র দাখিল-উত্তর যোগ্যতা যাচাই	২৫
৫১।	অনুমোদন প্রক্রিয়া	২৫
৫২।	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারী এবং চুক্তি স্বাক্ষর	২৫
৫৩।	দরপত্র প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি	২৫
৫৪।	আগ্রহব্যক্তকরণের আবেদনপত্র দাখিল	২৫
৫৫।	আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ	২৬
৫৬।	আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন, ইত্যাদি	২৬
৫৭।	প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল প্রস্তুত, বিতরণ, ইত্যাদি	২৬
৫৮।	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	২৭
৫৯।	প্রস্তাব মূল্যায়ন	২৭
৬০।	নিগোসিয়েশন	২৭
৬১।	অনুমোদন প্রক্রিয়া	২৮
৬২।	চুক্তি স্বাক্ষর	২৮
৬৩।	প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি	২৮
৬৪।	পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, ইত্যাদি	২৮
৬৫।	ইলেকট্রনিক পরিচালনা পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় (e Government Procurement)	২৯
৬৬।	কনসেশন চুক্তি সম্পর্কিত বিধান	২৯
৬৭।	পরিবীক্ষণ, ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব	২৯
৬৮।	রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত বিশেষ বিধান	৩০
৬৯।	সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	৩০
৭০।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৩০
৭১।	জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা	৩০
৭২।	ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	৩০
৭৩।	রহিতকরণ ও হেফাজত	৩০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে আষাঢ় ১৪১৩/৬ জুলাই ২০০৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২২শে আষাঢ় ১৪১৩ মোতাবেক ৬ই জুলাই ২০০৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ–

২০০৬ সনের ২৪ নং আইন

সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করিবার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করিবার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক বিষয়াদি

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

*(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(১) "অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ মোতাবেক পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ;

(২) "আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ" অর্থ সরকারি ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ বা উহার অধীন প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা পুনঃঅর্পণ আদেশ ;

---

*এস. আর. ও নং ২০-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ ২৭ জানুয়ারি, ২০০৮ দ্বারা ৩১ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখকে উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

(৩) "আবেদনকারী" অর্থ ধারা ৩২(ক) এর অধীন সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য, বা ষষ্ঠ অধ্যায়ের অংশ-২ এর অধীন প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-যোগ্যতা অর্জনের জন্য, বা ধারা ৫৪ এর অধীন আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য, আগ্রহী ব্যক্তি ;

(৪) "উন্মুক্তকরণ (opening) কমিটি" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত দরপত্র উন্মুক্তকরণ বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি ;

(৫) "কোটেশন" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত আর্থিক সীমা সাপেক্ষে, সহজলভ্য প্রমিত পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে লিখিতভাবে প্রাপ্ত মূল্য জ্ঞাপক প্রস্তাব ;

(৬) "কার্য" অর্থ রেলপথ, রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক বা কোন ভবন, অবকাঠামো বা কাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সাইট প্রস্তুতকরণ, অপসারণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বা নবরূপদান সংক্রান্ত সকল কাজ, অথবা খননকার্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংস্থাপন, ডেকোরেশনসহ যে কোন প্রকারের নির্মাণ কাজ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ভৌত সেবা যদি উহার মূল্য কার্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয় ;

(৭) "ক্রয়" অর্থ কোন চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবা সম্পাদন ;

(৮) "ক্রয়কারী (procruing entity)" অর্থ সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ক্রয়কারী ;

(৯) "ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the Procuring entity)" অর্থ কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সরকারি অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রধান [১][বা, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলা জজ] বা পদনাম নির্বিশেষে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন অথবা কোম্পানী আইনের অধীন নিয়মিত কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ;

(১০) "ঠিকাদার" অর্থ এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি ;

(১১) "দরপত্র" বা "প্রস্তাব" অর্থ দরপত্র দাখিলের আহ্বান বা, ক্ষেত্রমত, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দরপত্রদাতা বা কোন পরামর্শক কর্তৃক পণ্য, কার্য বা সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারীর নিকট দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব ; এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোটেশনও দরপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(১২) "দরপত্র দলিল" বা "প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল" অর্থ দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুত করিবার ভিত্তি হিসাবে ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো দরপত্রদাতা বা পরমর্শককে সরবরাহকৃত দলিল ;

---

[১]পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৫নং আইন) এর ২ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

(১৩) "দরপত্রদাতা" অর্থ দরপত্র দাখিলকারী ব্যক্তি ;

(১৪) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ;

(১৫) "নৈতিক বিধি" অর্থ ক্রয় কার্যের অংশগ্রহণের সময় কোন ব্যক্তি কর্তৃক অবশ্য পালনীয় কোন শর্ত বা বিধান ;

[১][(১৬) "পণ্য" অর্থ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ, প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার (off the shelf) ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, যদি উহার মূল্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয় ;]

(১৭) "পরামর্শক" অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি ;

(১৮) "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট" অর্থে সরকারি তহবিল দ্বারা ক্রয়কে বুঝাইবে ;

(১৯) "প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ" অর্থ, যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব ;

(২০) "প্রাক্-যোগ্যতা" অর্থ দরপত্রে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানাইবার প্রক্রিয়া ;

(২১) "ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি" অর্থ পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, পরিমাণ বা অনুমিত পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তাধীন কোন পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের জন্য এক বা একাধিক ক্রয়কারীর সহিত এক বা একাধিক সরবরাহকারীর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত চুক্তি ;

(২২) "বিজ্ঞাপন" অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট বা অন্য কোন গণমাধ্যমে ধারা ৪০ এর অধীন প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ;

(২৩) "ব্যক্তি" অর্থ ক্রয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সংঘ, সমবায় সমিতিকে বুঝাইবে ;

[২][(২৪) "বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা" অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা পেশাগত বিষয়ে চুক্তিতে বর্ণিত মতে পরামর্শক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান, বা কোন কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ, বা ডিজাইন প্রণয়ন, বা কাজের তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক সেবা, এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ;]

---

[১]দফা ১৬ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন)-এর ২(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২]দফা ২৪ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩নং আইন)-এর ২(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(২৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ;

[১][(২৬) "ভৌত সেবা" অর্থ--

(ক) পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী উপকরণাদি বা কোন প্রতিষ্ঠানের ভবন ও সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা জরিপ বা অনুসন্ধানমূলক খননকার্য ; বা

(খ) নিরাপত্তা সেবা, পরিবেশন সেবা, ভূতত্ত্ব বিষয়ক সেবা বা একক সেবাদানমূলক চুক্তির অধীনে তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত কোন সেবা ; বা

(গ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন [Pre-Shipment Inspection (PSI)] এজেন্ট নিয়োগ, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট নিয়োগ, পণ্য পরিবহন কাজ, ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ, মালামাল পরিবহনের জন্য পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ বা বীমা ঝুঁকি ; বা

(ঘ) আউটসোর্সিং (out-sourcing) এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে এই আইনের অধীন নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা ;

ব্যাখ্যা ঃ এই দফায় উল্লিখিত আউটসোর্সিং (out-sourcing) বলিতে এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা বা নীতিমালা বা অনুরূপ কোন নির্দেশনাকে বুঝাইবে।]

(২৭) "মান" অর্থ পণ্য, কার্য বা সেবার গুণগত মান ;

(২৮) "মূল্যায়ন কমিটি" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ;

(২৯) "রেসপনসিভ" অর্থ দরপত্র দলিল বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিলে ঘোষিত ও নির্দিষ্টকৃত মূল্যায়ন নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিবেচিতব্য ;

(৩০) "রিভিউ প্যানেল" অর্থ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল ;

(৩১) "লিখিতভাবে" অর্থ যথাযথভাবে স্বাক্ষরযুক্ত হাতে লিখিত বা যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত কোন যোগাযোগ এর যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত ফ্যাক্স বা ইলেকট্রনিক বার্তাও উহার অর্ন্তভুক্ত হইবে ;

(৩২) "সরকারি ক্রয়" অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় ;

[২][(৩৩) "সরকারি তহবিল" অর্থ সরকারি বাজেট হইতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোন উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিল ;]

---

[১]দফা (২৬) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন)-এর ২(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২]দফা (৩৩) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন)-এর ২(ঘ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৩৪) "সরবরাহকারী" অর্থ এই আইনের অধীন পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিসম্পাদনকারী ব্যক্তি ;

(৩৫) "সংক্ষিপ্ত তালিকা" অর্থ ধারা ৫৪ এর অধীন আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়নের পর বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান জানাইবার জন্য যোগ্য বিবেচিত আবেদনকারীগণের তালিকা ;

(৩৬) "সংশ্লিষ্ট সেবা" অর্থ পণ্য সরবরাহ চুক্তির সহিত সম্পর্কিত সেবা ;

(৩৭) "সেবা" অর্থ সংশ্লিষ্ট সেবা, ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা।

৩। **প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা**।—(১) সমগ্র বাংলাদেশে এই আইনের প্রয়োগ হইবে।

(২) এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ–

(ক) কোন ক্রয়কারী কর্তৃক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ;

[১][(খ) সংশ্লিষ্ট আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ;]

(গ) কোন কোম্পানী, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত, সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় [২][;

(ঘ) কোন উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন চুক্তির অধীন কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কোন চুক্তির শর্তে ভিন্নতর কিছু থাকিলে উক্ত চুক্তির শর্ত প্রাধান্য পাইবে।]

৪। **আইনের প্রাধান্য**।– অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুত, কমিটি, ইত্যাদি

৫। **ক্রয় সংক্রান্ত দলিল প্রস্তুত, বিতরণ ও মূল্যায়ন**।– (১) প্রতিটি সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল প্রস্তুত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের নিকট উহা বিতরণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিতরণকৃত দলিলের ভিত্তিতে কোন আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বা দরপত্রদাতা বা পরামর্শক ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করিবে।

(৩) ক্রয়কারী এই আইনের অন্যান্য বিধান অনুসারে উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন, দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিবে।

---

[১]দফা (খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২]দাঁড়ির (।) পরিবর্তে সেমিকোলন (;) প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঘ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইনে ; ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৩ নং আইন) এর ২ ধারাবলে সংযোজিত। [ইহা ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে কার্যকর হইয়াছে]।

৬। **উন্মুক্তকরণ (opening) কমিটি**।– (১) ক্রয়কারী ধারা ৫ (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্য, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা অতিক্রান্তের পূর্বে মূল্যায়ন কমিটির একজন সদস্যসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কোন উন্মুক্তকরণ কমিটি নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

৭। **মূল্যায়ন কমিটি**।– ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্দিষ্টকৃত তারিখের পূর্বে ক্রয়কারীর নিজস্ব কার্যালয় এবং তাহার কার্যালয় বহির্ভূত কোন কর্মকর্তা সমন্বয়ে দরপত্র বা প্রস্তাব মূলায়ন কমিটি গঠন করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট ক্রয়ের জন্য দরপত্র বা প্রস্তাবসমূহ একটির অধিক মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা মূল্যায়ন করা যাইবে না।

(২) মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা, উহার দায়িত্ব ও কার্যধারা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্বাক্ষর করিবার সময় মূল্যায়ন কমিটির প্রত্যেক সদস্য–

(ক) এককভাবে পক্ষপাতহীনতার ঘোষণা সম্বলিত একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবে ; এবং

(খ) যৌথভাবে এই মর্মে প্রত্যায়ন করিবে যে, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন করা হইয়াছে।

(৪) মূল্যায়ন কমিটির কোন সদস্যের মূল্যায়ন কার্যধারা বা চুক্তি সম্পাদনের সুপারিশ সম্পর্কে ভিন্নরূপ কোন মন্তব্য থাকিলে উহা মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ভিন্নমত পোষণ করিবার কারণসমূহ পরীক্ষা করিয়া যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) মূল্যায়ন কমিটি উহার সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন একটি খামে সীলগালা করিয়া সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যদি সরকারের মন্ত্রী বা সরকার কর্তৃক গঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হয়, তাহা হইলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন উক্ত মন্ত্রী বা কমিটির নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে পেশ করিতে হইবে।

৮। **দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন, ইত্যাদি**।– আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে বর্ণিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন বা কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক বাতিল করিয়া পুনঃমূল্যায়ন বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহ

অংশ-১

সাধারণ নির্দেশনা

৯। **ক্রয় সংক্রান্ত আইন, ইত্যাদি সাধারণের প্রাপ্যতা**।–সরকার, এই আইন, তদধীনে প্রণীত বিধি, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা ও সর্বসাধারণের প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র বা দলিলপত্র যাহাতে সর্বসাধারণের সহজ প্রাপ্তিসাধ্য হয় উহা নিশ্চিত করিবে এবং উহাদের যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

১০। **যোগাযোগের ধরন**।– (১) এই আইনের অধীন ক্রয় কার্যে ক্রয়কারী কর্তৃক বা ক্রয়কারীর সহিত যাবতীয় যোগাযোগ লিখিত হইতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে অথবা উভয় পদ্ধতিতে যোগাযোগ করা যাইবে।

১১। **ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি**।–(১) সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িতব্য কোন প্রকল্পের অধীন ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত প্রকল্প দলিলে বিধৃত সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয়কারী বৎসরভিত্তিক হালনাগাদ করিয়া বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

(২) সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীন কোন ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী একটি বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন প্রণীত প্রত্যেক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) ক্রয়কারী এই ধারার অধীন প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করিবে উক্তরূপ প্রচারের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

(৫) ক্রয়কারী সাধারণভাবে কোন একক ক্রয় কাজকে একাধিক প্যাকেজ বিভক্ত করিতে পারিবে না, তবে ক্রয়কারী ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে একটি একক কাজ একাধিক প্যাকেজে এবং একটি প্যাকেজকে একাধিক লটে বিভক্ত করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন একক কাজ একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা হইলে, উক্ত প্যাকেজসমূহের মোট অর্থের পরিমাণ অনুমোদনের এখতিয়ার যে কর্তৃপক্ষের থাকিবে, উক্ত যে কোন প্যাকেজের চুক্তি সম্পাদনের জন্য সকল প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সেই কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

১২। **ক্রয় সংক্রান্ত দলিল**।–(১) ক্রয়কারী ক্রয়কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রাক-যোগ্যতা দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব আহ্বানের জন্য দলিল প্রস্তুত করিবার সময়, ক্রয়ের উদ্দেশ্যের আবশ্যকীয় উপাদানগুলো বিবেচনায় রাখিয়া, সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দিষ্টকৃত আদর্শ দলিল ব্যবহার করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদর্শ দলিল, উহাতে নির্দেশিত ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনপূর্বক ব্যবহার করিতে হইবে।

১৩। **ক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা**।–(১) ক্রয়কারী নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ক্রয় প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক করিবার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে, আবেদনপত্র, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সম্ভাব্য সকল আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শককে প্রদান করিবে।

(২) যোগ্যতা নির্ধারণ ও মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ সংশ্লিষ্ট দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আহ্বানে যথাযথভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য ক্রয় পদ্ধতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এইরূপ ন্যূনতম সময় প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৪। **দরপত্রের মেয়াদ নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানত প্রদান, ইত্যাদি** দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে–

(ক) দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ এইরূপে নির্ধারণ করিতে হইবে, যেন দরপত্র বা প্রস্তাবের মূল্যায়ন ও উহার তুলনামূলক যাচাই এবং প্রয়োজনীয় সকল পর্যায়ের অনুমোদন গ্রহণের জন্য উহা পর্যাপ্ত হয়, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নোটিশ প্রদান করা সম্ভব হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথমবার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এবং দ্বিতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে ;

(খ) পণ্য ও কার্য ক্রয়ে নির্দিষ্টকৃত দরপত্র জামানত এবং ক্রয়কার্য সম্পাদন জামানতের নির্দিষ্ট হার ও নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ থাকিবে। তবে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি এবং কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে দরপত্রদাতার জন্য দরপত্র জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না ;

(গ) পণ্য ও কার্য সংক্রান্ত চুক্তির জন্য, প্রযোজ্য, ক্ষেত্রে, অনুমিত রক্ষণযোগ্য অর্থ কি পদ্ধতিতে কর্তন এবং পরবর্তী সময়ে পুনর্ভরণ করা হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ;

[১][(ঘ) সেবা ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে প্রস্তাব জামানত দাখিল করিতে হইবে না তবে পরামর্শককে কি ধরনের ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি বীমাপত্র অথবা ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি এবং বীমাপত্র দাখিল করিতে হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, পরামর্শকের সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন জামানত আরোপ করা যাইতে পারে।]

---

[১]দফা (ঘ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন)-এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১৫। **বিনির্দেশ (specification) এবং কর্মপরিধি (terms of reference) প্রস্তুত**।—(১) ক্রয়কারী, দরপত্রদাতাগণের মধ্যে পক্ষপাতহীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, অথবা কার্য ও ভৌত সেবার কারিগরি বিনির্দেশ ও বর্ণনা প্রস্তুত করিবার সময় উহার প্রত্যাশিত কার্যসম্পাদন যোগ্যতার স্তর, বৈশিষ্ট্য এবং মান সম্পর্কে সঠিক ও পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করিবে এবং সেইমত পণ্য, কার্য, সেবা ক্রয় নিশ্চিত করিবে ; তবে উহা যেন সীমাবদ্ধকর না হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(২) ক্রয়কারী, পরামর্শকদের মধ্যে পক্ষপাতহীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, পরামর্শকদের কার্যপরিধি নির্ধারণের সময় পেশাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা ক্রয়ের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করিবে ; তবে প্রতিযোগিতা সীমিত করিতে পারে এইরূপ কোন শর্ত আরোপ করা যাইবে না।

১৬। **সামাজিক বিচার্য বিষয়**।—কোন ক্রয়কারী ক্রয় সংক্রান্ত দলিলে শ্রমিকদের মজুরীর মান ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না।

১৭। **দলিলপত্রাদি অনুবাদ ও প্রকাশনা**।—সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন জারীকৃত বিধি, আদেশ, নির্দেশ বা ক্রয় সংক্রান্ত কোন দলিল বা উহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিবে না।

১৮। **ক্রয় প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা**।—(১) ক্রয়কারী, মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট যাচিত স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্র ব্যতীত, দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি ক্রয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলে উক্ত ব্যক্তির প্রাক্‌যোগ্যতা, দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিল হইবে।

১৯। **দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলকরণ**।—(১) ক্রয়কারী, সংশ্লিষ্ট দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে উহা উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে, চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারীর পূর্বে, যে কোন সময়, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে, সকল দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিল করিতে পারিবে।

[১][(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক [২][৩ (তিন)] কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official estimate) উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।]

(২) দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিল পরবর্তী গৃহীতব্য ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

---

[১]উপ-ধারা (১ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২]"৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "২(দুই)" সংখ্যা বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন)-এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিল করা হইলে কোন ব্যক্তির নিকট ক্রয়কারীর কোন দায় বর্তাইবে না।

২০। **ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া ও চুক্তি সম্পাদন নোটিশ**।–(১) ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া ও চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারীর ক্ষেত্রে ক্রয়কারী–

(ক) দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন উন্মুক্ত করিবার সময় হইতে চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারী পর্যন্ত নির্ধারিত প্রক্রিয়া ও সময়সীমা অনুসরণ করিবে ;

(খ) দরপত্র বা প্রস্তাব বা কোটেশন অনুমোদনের উদ্দেশ্যে, সরকারের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে ;

(গ) দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে, কৃতকার্য দরপত্রদাতা বা পরামর্শককে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী করিবে।

২১। **চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রকাশ এবং অবহিতকরণ**।–(১) ক্রয়কারী নির্ধারিত ফরমে নোটিশ বোর্ডে অথবা উহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারী করিবে এবং নির্ধারিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবে।

(২) ক্রয় বিষয়ে কৃতকার্য দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর, যে কোন দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের স্বীয় দরপত্র বা প্রস্তাব সম্পর্কে ক্রয়কারীর নিকট হইতে জানিবার অধিকার থাকিবে এবং উক্তরূপে যদি কোন দরপত্রদাতা বা পরামর্শক তাহার দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ক্রয়কারীর নিকট জানিতে চাহেন, তাহা হইলে ক্রয়কারী উক্ত দরপত্রদাতা বা পরামর্শককে তাহার আপেক্ষিক অবস্থান এবং দরপত্র বা প্রস্তাবের ঘাটতিসমূহ অবহিত করিবে।

২২। **চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা**।–ক্রয়কারী কার্যকরভাবে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য, সরকার কর্তৃক সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবে।

২৩। **ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ**।–(১) ক্রয়কারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্রয়কার্য সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

২৪। **ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ**।–(১) ক্রয়কারী প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সমাপ্তির নয় মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত মোট ক্রয় কার্যের নমুনাভিত্তিক নিরপেক্ষ ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কর্তৃক সম্পাদিত ক্রয়কার্যের ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পুনরীক্ষণের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে এবং উক্ত পদ্ধতির রূপরেখা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

অংশ-২
ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

২৫। **বৈষম্যহীনতা**।–সরকার ভিন্নরূপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, ক্রয়কারী কোন ব্যক্তিকে তাহার বর্ণ, জাতীয়তা বা জাতিগত, অথবা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলে উল্লিখিত যোগ্যতা বা এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে এইরূপ কোন নির্ণায়কের ভিত্তিতে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে নিবৃত্ত করিবে না।

২৬। **ব্যক্তির যোগ্যতা**।–(১) ক্রয়কারী ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের জন্য তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কী কী যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, উহা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে [১]ঃ

[২][তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক [৩][৩ (তিন)] কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদারের তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয় কার্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে না।]

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নির্ণায়কসমূহ কোন ব্যক্তি কর্তৃক অতীতে সম্পাদিত ক্রয় কার্য, উৎপাদন ক্ষমতা এবং কোন নির্দিষ্ট ক্রয় কার্য সম্পাদনের জন্য আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কিত হইতে হইবে।

২৭। **যৌথ উদ্যোগ**।–(১) কোন ব্যক্তি, স্বতন্ত্রভাবে বা দেশী বা বিদেশী অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহিত যৌথ উদ্যোগে, কোন আবেদনপত্র, আগ্রহব্যক্তকরণের আবেদনপত্র, প্রস্তাব বা দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রাক্-যোগ্যতা, আগ্রহ ব্যক্তকরণ বা দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে যৌথ উদ্যোগে আবেদনপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণের আবেদনপত্র, প্রস্তাব বা দরপত্র দাখিল করিতে হইবে মর্মে আবশ্যিক হিসাবে কোন শর্ত আরোপ করা যাইবে না।

(৩) ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তিবর্গ যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথকভাবে ক্রয়কারীর নিকট দায়ী থাকিবে।

২৮। **স্বার্থের সংঘাত**।–(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং উহার সহিত অঙ্গীভূত কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন ক্রয়কারী কর্তৃক ইতঃপূর্বে নিয়োজিত হইয়া কোন প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নে পেশাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রকল্প হইতে সরাসরিভাবে উদ্ভূত বা ফলশ্রুতিতে আবশ্যক হয় এমন কোন পণ্য সরবরাহ, কার্য সম্পাদন বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি যদি ঠিকাদার হিসাবে টার্ন কী অথবা ডিজাইন ও নির্মাণ চুক্তি বাস্তবায়নের সহিত সম্পৃক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

---

[১]দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে "কোলন (ঃ)" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৫ নং আইন) এর ৪ ধারা বলে সংযোজিত।

[২]শতাংশগুলির পরিবর্তে শতাংশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩]"৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনীত শব্দ "২(দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

অংশ–৩

অভিযোগ ও আপীল

২৯। **অভিযোগ করিবার অধিকার**।–(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ক্রয়কারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি উক্ত ক্রয়কারীর বিরুদ্ধে ধারা ৩০ এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না যথা ঃ–

(ক) পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন ;

(খ) কোন আবেদনকারীর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান ;

(গ) যে সকল ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে–

(অ) প্রাক্-যোগ্যতার আবেদন, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত ; বা

(আ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত।

৩০। **প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, আপীল, ইত্যাদি**।–(১) ধারা ২৯ এর অধীন দায়েরতব্য প্রতিটি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের করিতে হইবে এবং উক্তরূপে কোন অভিযোগ দায়ের হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনাক্রমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি, যদি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন বা উক্ত কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রিভিউ প্যানেলের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ৩০ (২) এর অধীন সরকার, দায়েরকৃত কোন আপীল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আইন, সংশ্লিষ্ট পণ্য বা কার্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং ক্রয় কার্যে সুবিদিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক বা একাধিক রিভিউ প্যানেল গঠন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীরত কোন সদস্য রিভিউ প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তির বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
পণ্য, কার্য, ইত্যাদির ক্রয় পদ্ধতি এবং উহার প্রয়োগ
অংশ-১
অভ্যন্তরীণ ক্রয়

৩১। **পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ**।–(১) ক্রয়কারী পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালনপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে, যথা ঃ–

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ ;

(খ) দরপত্রদাতাগণকে বৈষম্যহীন ও সম-শর্তাধীনে প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রদান ;

(গ) ধার ৪০ এ বর্ণিত বিধান অনুসরণে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ;

(ঘ) দরপত্র দাখিলের জন্য এবং পণ্য সরবরাহ, কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সময় প্রদান ;

(ঙ) সর্বনিম্ন মূল্যায়িত রেসপনসিভ দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি সম্পাদন।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

[১][(৩) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Official cost estimate) ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত দরপত্র মূল্য সমতার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ও কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করিতে হইবে, কিন্তু লটারির মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করা যাইবে না।]

৩২। **পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ**।–(১) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে ধারা ৩১ এ উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, কারিগরি অথবা অর্থনৈতিক কারণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত যে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা ঃ–

(ক) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ–

(অ) বিশেষায়িত প্রকৃতির পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা, যাহা কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদারগণের নিকট হইতে লভ্য হয় ;

(আ) খুচরা যন্ত্রাংশের মজুদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্রান্ডের নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ সংক্রান্ত সরকারি নীতি থাকিলে ;

(ই) অধিক সংখ্যক দরপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যয় চুক্তি মূল্যের তুলনায় অসমঞ্জস হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (অ) এবং (আ) এর ক্ষেত্রে কোন মূল্যসীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং সকল সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদেরকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে এবং দফা (ই) এর ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যসীমা সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে ;

---

[১]উপ-ধারা (৩) ও (৪) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে সংযোজিত।

(খ) সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা এড়াইবার জন্য বা দরপত্রদাতাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন পন্থা অবলম্বন না করিয়া নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ–

(অ) কারিগরি কারণে পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবা সরবরাহের জন্য কেবল একজন দরপত্রদাতা থাকিলে ;

(আ) দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যমাত্রিক প্রকল্প দলিলে স্থানীয় জনগোষ্ঠির সহিত সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা থাকিলে ;

(ই) নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, মূল সরবরাহকারী কর্তৃক পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ, মূল ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত কার্যসম্পাদন বা মূল সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের মাধ্যমে বর্ধিত সেবা ক্রয় করা হইলে ;

(ঈ) ব্যতিক্রমী সুবিধাজনক শর্তে পণ্য ক্রয়, যদি উক্ত পণ্য সাম্প্রতিক, অব্যবহৃত এবং উৎপাদনকারীর গ্যারান্টিযুক্ত হয়, অথবা, বাজার শর্তে পচনশীল পণ্যের ক্রয়, বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করা হইলে ;

(উ) সরকার ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা হইতে সরকারের নিজস্ব অর্থে পণ্য ক্রয় করা হইলে ;

(ঊ) নির্ধারিত অর্থের মধ্যে অতি জরুরী বা প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য, সেবা ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

(গ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যদি–

(অ) বৃহদায়তন ও জটিল প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে ক্রয়কারি কর্তৃক ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট বস্তুর পূর্ণাংগ কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুত করা সম্ভব না হয় ; বা

(আ) দ্রুত বিকাশশীল কোন শিল্পে বিকল্প কারিগরি সমাধান লভ্য হয় ;

[১][(গগ) দফা (গ) এ উল্লেখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রযোজ্য না হইলে এক ধাপ [২][দুই খাম দরপত্র] পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে ;]

(ঘ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি, নির্ধারিত মূল্যসীমা সাপেক্ষে, প্রয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ–

(অ) বাজারে নিয়মিত বিদ্যমান এইরূপ প্রমিতমানের স্বল্প মূল্যের সহজলভ্য পণ্য বা ভৌত সেবা ক্রয় ; বা

---

[১]দফা (গগ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৫ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সংযোজিত।

[২]"দুই খাম দরপত্র" শব্দগুলি "দুই খাম" শব্দগুলির পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(আ) জন-উপযোগমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপে রক্ষণাবেক্ষণ বা জরুরী মেরামত কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আবশ্যক পণ্যদ্রব্য ক্রয় ; বা

(ই) সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পদ্ধতিতে ক্রয় করা হইলে সেই পদ্ধতি ব্যবহারের কারণসমূহ ক্রয়কারী যথাযথভাবে নথিতে লিপিবদ্ধক্রমে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের রূপরেখা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

অংশ-২

আন্তর্জাতিক ক্রয়

৩৩। **পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ**।–পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ে যেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে উহা ক্রয় করা সম্ভবপর নয় এবং বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় মর্মে ক্রয়কারীর নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী এই আইনের তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্রদাতাদের প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণের পর এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন করিয়া আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে, যথা ঃ–

(ক) দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ এবং এই আইনের ধারা ৪০ এর বিধানানুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রদান ;

(খ) দরপত্র দলিলসমূহ ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন ;

(গ) ক্রয়কারী দরপত্র দলিল প্রণয়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা ঃ–

(অ) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সময় প্রদান ;

(আ) জাতীয় চাহিদার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, আন্তর্জাতিক মান বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুল ব্যবহৃত মানদণ্ডের ভিত্তিতে কারিগরি বিনির্দেশ নির্ধারণ ;

(ই) দরপত্রদাতাদেরকে দরপত্র জামানত ও কার্য-সম্পাদন জামানত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুল ব্যবহৃত মুদ্রায় বা মুদ্রাসমূহে উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান ;

(ঈ) স্থানীয় যোগান সংশ্লিষ্ট ব্যয় দরপত্রে টাকায় উদ্ধৃত করিবার জন্য দরপত্রদাতাকে নির্দেশ প্রদান ;

(উ) চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মুদ্রা বা মুদ্রাসমূহে চুক্তিমূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা ;

(ঊ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত শর্তাবলীর অনুরূপ চুক্তির সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলী নির্ধারণ ;

[১](ঋ) দরপত্র দলিলে, পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে সরবরাহের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের, শুল্ক ও কর বাদে, এবং কার্যের ক্ষেত্রে কাজের মূল্যের, শুল্ক ও করসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে বাধ্যতামূলকভাবে দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানে শিথিলতার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে ;]

[২](ঋঋ) দফা (ঋ) অনুসারে অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য–

(অ) সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দরপত্রকে ; এবং

(আ) কার্যের ক্ষেত্রে দরপত্র দাতাকে নির্ধারিত শর্ত পূরণ ;]

(এ) যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করা, কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক শর্ত হিসাবে আরোপ না করা ;

(ঐ) বৃহৎ বা জটিল কাজ সরবরাহ ও সংস্থাপনের চুক্তির ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিরোধ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলে বর্ণিত আন্তর্জাতিক সালিস-নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। **পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দুই পর্যায়, কোটেশন ও অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগ**।–(১) পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অবস্থার উদ্ভব হইলে দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ–

(ক) ধারা ৩২(গ) এর বিধান অনুসারে যে সকল কারণে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য ;

(খ) দেশের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে উহা ক্রয় করা সম্ভব নয় বলিয়া ক্রয়কারীর নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হইলে ;

(গ) বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক কার্যকর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় মর্মে ক্রয়কারীর নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হইলে।

[৩](১ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য না হইলে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।]

---

[১]উপ-দফা (ঋ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ৮ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[২]উপ-দফা (ঋঋ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩]উপ-দফা (১ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ৯(ক) ধারা বলে সংযোজিত।

(২) কোন একটি বিশেষ সময়ের চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাজার হইতে বিভাজ্য পণ্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করা আবশ্যক হইলে, নিম্নরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া কোটেশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উহা ক্রয় করা যাইবে, যথা ঃ–

(ক) অনুকূল বাজারের সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সংগৃহীতব্য মোট পণ্যের পরিমাণ প্রয়োজনের নিরিখে যুক্তিসংগতভাবে কয়েকটি প্যাকেজে বিভক্ত করিয়া একাধিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উহা ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(খ) ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের জন্য যোগ্য দরপত্রদাতাগণের তালিকা প্রণয়ন করিয়া চাহিদার নিরিখে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাহাদেরকে, কোন একটি বিশেষ সময়ে বা পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে, বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সহিত সংগতি রাখিয়া সংশ্লিষ্ট পণ্যের দর উদ্ধৃত করিবার জন্য আহ্বান করা ;

(গ) দরপত্রদাতাগণকে পণ্য হ্যান্ডলিং ব্যয় বা পরিবহন ব্যয় এবং ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে আহ্বান করা ;

(ঘ) দরপত্র দাখিলের জন্য এবং উহার বৈধতার মেয়াদের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক কোটেশন আহ্বান করা।

(৩) উপ-ধারা [১][(১), (১ক) ও (২)] এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্রয়কারী বিদেশী সরকার বা সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় কোন ঋণ, ক্রেডিট বা অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়িত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে পণ্য হ্যান্ডলিং ব্যয় বা পরিবহন ব্যয়ের জন্য দরপত্র দাখিল এবং উহার বৈধতার মেয়াদের ক্ষেত্রে, সংক্ষিপ্ত সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক দরদাতাগণকে দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানাইতে পারিবে।

(৪) বিশেষায়িত প্রকৃতির পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা, যাহা কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদারগণের নিকট হইতে লভ্য হইলে আন্তর্জাতিক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।

(৫) কারিগরি কারণে পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবা সরবরাহের জন্য কেবল একজন দরপত্রদাতা থাকিলে বা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, মূল সরবরাহকারী কর্তৃক পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ মূল ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত কার্যসম্পাদন বা মূল সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের মাধ্যমে বর্ধিত সেবা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।

(৬) উপ-ধারা [২][(১), (১ক), (২), (৪) ও (৫)] এ উল্লিখিত পদ্ধতির রূপরেখা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

---

[১]"(১), (১ক) ও (২)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমা ও অক্ষরসমূহ "(১) ও (২) বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষরের পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ৯(খ) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[২]"(১), (১ক), (২), (৪) ও (৫)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমাসমূহ ও অক্ষরসমূহ "(১), (২), (৪) এবং (৫) বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ কমাসমূহ, অক্ষরসমূহ ও শব্দের পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ৯(গ) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

অংশ-৩

ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি, ইত্যাদি

৩৫। **দূতাবাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাবাহী বাহনের জন্য ক্রয়**।–(১) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস, হাইকমিশন বা মিশনসমূহ প্রমিতমানের স্বল্পমূল্যের সহজলভ্য পণ্য এবং অপ্রত্যাশিত জরুরী ভৌত সেবা নির্ধারিত মূল্যসীমা সাপেক্ষে, ধারা ৩২(ঘ) এ উল্লিখিত কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে অবস্থানকালীন কোন জাতীয় পতাকাবাহী বাহন জ্বালানী বা খুচরা যন্ত্রাংশ বা জরুরী মেরামতের প্রয়োজনে অগ্রিম পরিকল্পনা করা সম্ভব না হইলে বা জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বাহনটি পুনঃব্যবহার উপযোগী করা আবশ্যক হইলে, জ্বালানী বা খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ বা কোন জরুরী মেরামত কাজের জন্য ধারা ৩২(খ) তে উল্লিখিত সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া ক্রয় করা যাইবে।

৩৬। **ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি**।–(১) ক্রয়কারীর যদি নির্দিষ্ট সময় অন্তর যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক সচরাচর ব্যবহৃত সামগ্রী ক্রয়ের প্রয়োজন হয় অথবা আবর্তক কোন ভৌত সেবা ক্রয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী এক বা একাধিক সরবরাহকারী বা দরপত্রদাতাগণের সহিত কোন উন্মুক্ত বা সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) কোন ক্রয়কারী, অন্য কোন ক্রয়কারী কর্তৃক ইতোমধ্যে সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় একই ধরনের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, উক্ত সম্পাদিত চুক্তির আওতায় উক্ত ক্রয় সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৩) ক্রয়কারী ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় কোন পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশাবলী ও আদর্শ দলিল, প্রয়োজনীয়, অভিযোজনপূর্বক, ব্যবহার করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয় পদ্ধতি ও উহার প্রয়োগ

অংশ-১

অভ্যন্তরীণ ক্রয়

৩৭। **বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি**।–ক্রয়কারী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানে আগ্রহী আবেদনকারীগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নপূর্বক নিম্নবর্ণিত পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি অগ্রে বিবেচ্য হিসাবে অনুসরণ করিবে, যথা ঃ–

(ক) গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শকদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবার গুণগত মান ও উক্ত সেবার জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের বিষয়টি বিচক্ষণতার সহিত বিবেচনা করিয়া পরামর্শক নির্বাচন ; বা

(খ) নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির সেবার জন্য প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধসম্বলিত দলিলে উল্লিখিত বাজেট বরাদ্দের বিষয় বিবেচনা করিয়া পরামর্শক নির্বাচন।

৩৮। **বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগ**।—(১) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা ঃ–

(ক) নির্ধারিত মূল্যসীমার মধ্যে সম্পাদনীয় প্রমিতমানের বা রুটিন প্রকৃতির সেবার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি ;

(খ) যেইক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সমাজের চাহিদা, স্থানীয় বিষয়াদি ও সামাজিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান মুখ্য বিবেচ্য সেইক্ষেত্রে সমাজসেবামূলক সংগঠন নির্বাচন পদ্ধতি ;

(গ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি–

(ক) চলমান বা সদ্যসমাপ্ত কাজের ধারাবাহিকতায় আবশ্যক হইলে ;

(খ) স্বল্প ব্যয়ের ক্ষুদ্র কাজ হইলে ;

(গ) জরুরী অবস্থায় দ্রুত নির্বাচন আবশ্যক হইলে ;

(ঘ) ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অথবা বিরল অভিজ্ঞতা থাকিলে ;

(ঙ) কোন বিপর্যয়কর ঘটনাজনিত কারণে সেবার জরুরী প্রয়োজন হইলে ;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাই মুখ্য এবং দলগত এবং বাহিরের অন্য কোন পেশাগত সহায়তা আবশ্যক নহে, সেইক্ষেত্রে ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি ;

(ঙ) নির্ধারিত মূল্যসীমার মধ্যে স্বল্পব্যয় সাপেক্ষে কাজ, যাহার জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন যুক্তিযুক্ত নহে, এর ক্ষেত্রে পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি ;

(চ) যেইক্ষেত্রে সফল আবেদনকারী নির্বাচনের জন্য শুধু কারিগরি উৎকর্ষ এবং সৃজনশীলতা মুখ্য বিবেচ্য, সেইক্ষেত্রে ডিজাইন প্রতিযোগিতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পদ্ধতিতে ক্রয় করা হইলে সেই পদ্ধতি ব্যবহারের কারণসমূহ ক্রয়কারী যথাযথভাবে নথিতে লিপিবদ্ধক্রমে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতির রূপরেখা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি নির্ধারণ করা যাইবে।

অংশ-২

আন্তর্জাতিক ক্রয়

৩৯। **বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শক নির্বাচন।**—(১) স্থানীয় কোন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও কুশলতা নাই বলিয়া কোন ক্রয়কারীর নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হইলে, তিনি এই আইনের তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে এবং ধারা ৩৭ এবং ৩৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, এবং নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণক্রমে আন্তর্জাতিক পরামর্শক নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধসম্বলিত বিজ্ঞপ্তি ইংরেজী ভাষায় প্রণীত হইতে হইবে এবং এই আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুসারে উহা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(খ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধসম্বলিত দলিল ইংরেজী ভাষায় প্রণীত হইতে হইবে ; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনাক্রমে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধসম্বলিত দলিল প্রস্তুত করিতে হইবে—

(অ) প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সময় প্রদান করিতে হইবে ;

(আ) জাতীয় প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক মান অথবা আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরামর্শকের কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে হইবে ;

(ই) পরামর্শকগণকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত মুদ্রায় বা মুদ্রাসমূহে প্রস্তাব দাখিলের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ;

(ঈ) স্থানীয় যোগান সংশ্লিষ্ট ব্যয় টাকায় উদ্ধৃত করিবার জন্য পরামর্শকগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে ;

(এ) প্রস্তাবে বর্ণিত মুদ্রায় বা মুদ্রাসমূহে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে ;

(ঐ) চুক্তির সাধারণ এবং বিশেষ শর্তাবলী হইবে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবার ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সম্বলিত দলিলে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শর্তাবলীর অনুরূপ ;

(ও) বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প ব্যবস্থার বিধান থাকিবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধসম্বলিত দলিলে বর্ণিত আন্তর্জাতিক সালিস নিষ্পত্তি বিধান থাকিবে।

(২) এই ধারার অধীন সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করা যাইবে, কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক শর্ত হিসাবে আরোপ করা যাইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ
অংশ-১
বিজ্ঞাপন

৪০। **বিজ্ঞাপন**।–(১) ক্রয়কারী প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র এবং আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সম্বলিত বিজ্ঞাপন নির্ধারিত নমুনা ছকে প্রস্তুত করিবে।

(২) ক্রয়কারী, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিজ্ঞাপন দেশে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে সরাসরি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখে যদি প্রকাশিত সংবাদপত্রের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রত্যেক সংস্করণের প্রতিটি কপিতেই উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর বিধানের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে–

(ক) উক্তরূপ বিজ্ঞাপন ক্রয়কারীকে নিজস্ব ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রকাশ করিতে হইবে ;

(খ) নির্ধারিত মূল্যসীমার ঊর্ধ্বের বিজ্ঞাপন সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের বিষয় আন্তর্জাতিক আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শকদের জন্য অবারিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন আন্তর্জাতিকভাবে বহুল প্রচারিত একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে বা প্রকাশনায়, অথবা, ক্ষেত্রমত, জাতিসংঘের কোন প্রকাশনায় অথবা দেশে বা বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য মিশনসমূহে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অংশ-২
পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ

৪১। **প্রাক-যোগ্যতা দলিল বিতরণ ও দাখিল**।–পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী কর্তৃক প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ধারা ৪০ এর অধীন বিজ্ঞাপন জারীর পর কোন ব্যক্তি আবেদন করিতে আগ্রহী হইলে প্রাক-যোগ্যতার দলিলাদি ক্রয়কারীর নিকট হইতে তৎকর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহপূর্বক উহা যথাযথভাবে পূরণ করিয়া উক্ত দলিলে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে দাখিল করিবে।

৪২। **প্রাক-যোগ্যতা আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ**।–(১) ধারা ৪১ এর অধীন প্রাক-যোগ্যতার জন্য আবেদনপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময় উত্তীর্ণের অব্যবহিত পর আদেনপত্র উন্মুক্তকরণ ও উহাতে প্রদত্ত বিশদ তথ্য রেকর্ড করিবার উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সভা আহ্বান করিবে।

(২) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্র উন্মুক্তকরণের কাজ শেষ করিবার পর উহার রেকর্ড এবং দাখিলকৃত প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। **প্রাক-যোগ্যতা আবেদনপত্র মূল্যায়ন ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ**।—(১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, প্রাক্-যোগ্যতা দলিলে উল্লিখিত যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করিয়া, প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ কৃতকার্য বা অকৃতকার্য ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিবে এবং কোন্ কোন্ আদেনকারীকে প্রাক-যোগ্য হিসাবে নির্বাচন করা যাইতে পারে উহা উল্লেখপূর্বক ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট প্রাক-যোগ্যতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের পর ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী অন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা পুনরায় অর্পণ না করা সাপেক্ষে, উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে কোন আবেদনকারীর প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে অবগত করিবেন।

অংশ-৩

পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ

৪৪। **দরপত্র দলিল বিক্রয় এবং প্রাক-দরপত্র সভা, ইত্যাদি**।—(১) পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, ধারা ৪০ এর অধীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়কারী তৎকর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে আগ্রহী সকল দরপত্রদাতার নিকট দরপত্র দলিল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দরপত্র দলিলের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে, যেন উক্ত মূল্য দরপত্র দলিলের মুদ্রণ ও উহার সরবরাহ ব্যয়ের অধিক না হয়।

(৩) ধারা ৪১, ৪২ ও ৪৩ এ বিধৃত বিধান অনুসরণক্রমে প্রাক-যোগ্য সকল ব্যক্তিকে দরপত্র দলিল ক্রয়ের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৪) ক্রয়কারী, সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য শর্তের ব্যাখ্যা প্রদান এবং দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহকল্পে, দরপত্র দলিলে উল্লিখিত তারিখ, সময় ও স্থানে প্রাক-দরপত্র সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

(৫) যে সকল দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন বা যাহারা উহা ক্রয় করিতে আগ্রহী, তাহারা সকলেই প্রাক-দরপত্র সভায় যোগদান করিতে পারিবেন, তবে যে সকল দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন শুধু তাহাদেরকেই সভার কার্যবিবরণী প্রদান করিতে হইবে।

৪৫। **দরপত্র দলিলের সংশোধন**।—(১) ক্রয়কারী, উহার স্বীয় বিবেচনায় বা দরপত্র ক্রয় করিয়াছেন এমন কোন দরপত্রদাতার অনুসন্ধান বা প্রাক-দরপত্র সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার পূর্বে যে কোন সময় দরপত্র দলিল পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করা হইলে উহা দরপত্র দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে।

(২) দরপত্র প্রস্তুতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কম সময় অবশিষ্ট থাকাবস্থায় উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন দরপত্র দলিল সংশোধন বা পরিবর্তন করা হইলে, দরপত্র দাখিলের সময়সীমা এমনভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যেন দরপত্রদাতাগণ উক্ত সংশোধন বা পরিবর্তন বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়।

৪৬। **দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিল**।--(১) দরপত্রদাতা দরপত্র প্রস্তুত করিবার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের নিশ্চয়তা বিধান করিবে, যথা ঃ--

(ক) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে কিনা ;

(খ) সীলগালা করা খামে দাখিল করা হইয়াছে কিনা ;

(গ) দরপত্র দলিলে নির্দেশিত মতে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে কিনা ; এবং

(ঘ) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যথাস্থানে দাখিল করা হইয়াছে কিনা।

(২) দরপত্রদাতা স্বয়ং দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিল করিবার ব্যয় ও ঝুঁকি বহন করিবে।

(৩) দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমা পরে প্রাপ্ত দরপত্র না খুলিয়া দরপত্রদাতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) দরপত্রদাতা, দরপত্র দাখিল করিবার পর এবং দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, যে কোন সময়, উক্ত দরপত্র দলিলে বিধৃত প্রক্রিয়া অনুসারে দরপত্র সংশোধন, প্রতিস্থাপন বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৫) নির্ধারিত মূল্যসীমার ঊর্ধ্বের দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা রাখা যাইবে।

৪৭। **দরপত্র উন্মুক্তকরণ**।--(১) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমা অতিক্রান্তের অব্যবহিত পর দরপত্র দলিলে উল্লিখিত স্থানে আগ্রহী দরপত্রদাতা বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে [১][দরপত্র এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় উন্মুক্ত] করিবে [২]ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গগ) [৩][এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১ক)] এর অধীন [৪][এক ধাপ দুই খাম দরপত্র] পদ্ধতিতে দরপত্র দাখিলের পর উন্মুক্তকরণ কমিটি কারিগরি প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করিবে এবং কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপ্ত এবং উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে।]

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধান অনুসরণক্রমে উন্মুক্ত হয় নাই এমন কোন দরপত্র বিবেচনা করা হইবে না এবং উহা উন্মুক্ত না করিয়া দরপত্রদাতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

---

[১]"দরপত্র এবং দাপ্তরিক প্রক্কলিত ব্যয় উন্মুক্ত" শব্দগুলি "দরপত্র উন্মুক্ত" শব্দগুলির পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন) এর ১০(ক) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[২]"দাঁড়ি (।)" চিহ্নের পরিবর্তে "কোলন (ঃ)" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৫ নং আইন) এর ৭ ধারা বলে সংযোজিত।

[৩]"এবং ধারা ৩৪ এর উপধারা ১(ক)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, হাইফেন, বন্ধনী ও অক্ষর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন) এর ১০(খ) ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[৪]"এক ধাপ দুই খাম দরপত্র" শব্দগুলি "এক পর্যায় দুই খাম" শব্দগুলির পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত ।

৪৮। **দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি**।–(১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দলিলে পূর্বঘোষিত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করিয়া দরপত্রসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যায়নপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(২) সর্বনিম্ন মূল্যায়িত ব্যয় নির্ণয়ের জন্য–

(ক) জাতীয় পর্যায়ে পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য কর এবং মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; এবং

(খ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীন আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য শুল্ক, কর এবং মূল্য সংযোজন কর বাদ দিতে হইবে, তবে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে শুধু মূল্য সংযোজন কর বাদ দিতে হইবে ; এবং

(গ) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অধীনে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য শুল্ক, কর এবং মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র মূল্যায়নের নিমিত্তে নির্ণায়ক হিসাবে সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ ছাড়াও অন্য কোন নির্ণায়ক দরপত্র দলিলে উল্লেখ থাকিলে, ঐ নির্ণায়কসমূহ যথাসম্ভব আর্থিক মানদণ্ডে পরিমাপ করিয়া মূল্যায়ন কার্যসম্পাদন করিতে হইবে।

৪৯। **পূর্বশর্ত হিসাবে কোন নেগোসিয়েশন বা দরপত্র সংশোধন না করা**।–(১) ধারা ৪৮ এর অধীন দরপত্র মূল্যায়নের সময় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যেন–

(ক) লটারীর মাধ্যমে কোন দরপত্রদাতা নির্বাচিত না হন [১]ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, [২][সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে অনধিক [৩](তিন)] কোটি টাকার] অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতা হইলে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতা নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে লটারীর প্রয়োগ বিবেচনা করা যাইবে ;] এবং

(খ) সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতা বা অন্য কোন দরপত্রদাতার সহিত কোন নিগোসিয়েশন করা না হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অধিক পরিমাণে কোন বিভাজ্য (divisible) পণ্য (Commodities) ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন রেসপন্সিভ দরপত্রদাতা, দরপত্র আহ্বানের সময় আংশিক পণ্য সরবরাহ করিবার শর্ত থাকিলে, দরপত্র দলিলে উল্লিখিত সমুদয় পণ্য সরবরাহের জন্য দরপত্র দাখিল না করে, তাহা হইলে প্রথমে উক্ত সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে তৎকর্তৃক প্রদত্ত দরে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত সমুদয় পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব (Offer) দেওয়া যাইবে এবং উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে উক্ত দরপত্রদাতা সম্পূর্ণ পণ্য সরবরাহ করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে উক্ত দরপত্র দলিল অনুযায়ী অবশিষ্ট পরিমাণ পণ্য সংগ্রহের জন্য পর্যায়ক্রমে রেসপন্সিভ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং, ক্ষেত্রমত, পরবর্তী রেসপন্সিভ দরপত্রদাতাগণকে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার উদ্ধৃত দরে উহা সরবরাহের জন্য প্রস্তাব দেওয়া যাইবে।

---

[১]"সেমিকোলন (;)" চিহ্নের পরিবর্তে "কোলন (ঃ)" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৫ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে সংযোজিত।

[২]"সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার" শব্দগুলি "সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে" শব্দগুলির পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩]"৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী, শব্দের পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭নং আইন) এর ১১ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(২) উপ-ধারা (১) (খ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেসপন্সিভ সর্বনিম্ন দর পরিবর্তনের বিষয়ে কোন নেগোসিয়েশন করা যাইবে না এবং যে পরিমাণ পণ্য সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে, উক্ত উপ-ধারার শর্তাংশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উহার অধিক পরিমাণ পণ্য সরবরাহ লওয়া যাইবে না।

(৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, চুক্তি সম্পাদনের শর্ত হিসাবে, কোন দরপত্রদাতাকে দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন কোন দায়িত্ব পালন এবং দরপত্রে উল্লিখিত মূল্য পরিবর্তন বা দরপত্রের অন্য কোন শর্ত সংশোধনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে না।

৫০। **দরপত্র দাখিল-উত্তর যোগ্যতা যাচাই**।—দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ধারা ৪৮ এর অধীন দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করিবার পূর্বে দরপত্র দলিলে উল্লিখিত দরপত্র দাখিল-উত্তর যাচাই নির্ণায়ক অনুসারে রেসপন্সিভ দরপত্রদাতার কার্যকরভাবে চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও আর্থিক সামর্থ আছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া দেখিবে।

৫১। **অনুমোদন প্রক্রিয়া**।—(১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে উহার সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ধারা ৭(৫) এর বিধান অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে দরপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি ক্রয়কারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।

৫২। **চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারী এবং চুক্তি স্বাক্ষর**।—(১) ক্রয়কারী দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ পূর্তির পূর্বে এবং এই আইনের ধারা ২৯ এবং ৩০ এর অধীন কোন অভিযোগ বিবেচনাধীন না থাকিলে, কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর নোটিশপ্রাপ্ত হইয়া দরপত্রদাতা নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ক্রয়কারীর অনুকূলে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদানপূর্বক দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত চুক্তিপত্রের ছকে স্বাক্ষর করিবে।

৫৩। **দরপত্র প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি**।—ক্রয়কারী কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর, অন্যান্য দরপত্রদাতাদের তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং তাহাদের দরপত্র জামানত ফেরত দিবে।

অংশ-৪

বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের জন্য আগ্রহ ব্যক্তকরণের আবেদনপত্র ও প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ

৫৪। **আগ্রহ ব্যক্তকরণের আবেদনপত্র দাখিল**।—(১) বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধার ৪০ এর অধীন আগ্রহ ব্যক্তকরণের অনুরোধসম্বলিত বিজ্ঞাপন জারীর পর আগ্রহী আবেদনকারী উক্ত বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে আবেদনপত্র দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত বিবরণাদী অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ–

(ক) পেশাদার জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি ;

(খ) সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের আর্থিক ও কারিগরি সামর্থ্য ; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অতীত অভিজ্ঞতার বিবরণী।

৫৫। **আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ**।–(১) ধারা ৫৪ এর অধীন আগ্রহ ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সর্বশেষ সময় উত্তীর্ণের অব্যবহিত পর আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ ও তৎসংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করিবার জন্য ক্রয়কারী প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির সভা আহ্বান করিবে।

(২) প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি, আবেদনপত্র খোলার রেকর্ড সম্পূর্ণ করিবার পর, প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও তৎসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৫৬। **আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন, ইত্যাদি**।–(১) প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি, আগ্রহ ব্যক্তকরণের অনুরোধে বর্ণিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়ন করিবে এবং কোন্ কোন্ আবেদনকারী সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনাযোগ্য সেইমর্মে সুপারিশসহ একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ন্যূনতম ৪ (চার) ও সর্বোচ্চ ৭ (সাত) জন আবেদনকারীকে সুপারিশ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুমোদন প্রাপ্তির পর, ক্রয়কারী আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তিকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে অবহিত করিবে।

৫৭। **প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল প্রস্তুত, বিতরণ, ইত্যাদি**।–(১) ক্রয়কারী বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীগণের নিকট বিতরণ করিবে।

(২) প্রত্যেক আবেদনকারী কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব দুইটি পৃথক খামে সীলগালা করিয়া অন্য একটি বহিঃস্থ খামে উক্ত দুইটি খাম স্থাপন ও সীলগালা করিয়া প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিলে বর্ণিত স্থান ও সময়ে উহা দাখিল করিবে।

(৩) আবেদনকারী স্বয়ং প্রস্তাব প্রস্তুত এবং দাখিলে ব্যয় ও ঝুঁকি বহন করিবে।

(৪) প্রস্তাব দাখিলের নির্দিষ্ট সময়সীমার পর প্রাপ্ত কোন প্রস্তাব না খুলিয়া আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৫৮। **প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ**।–(১) ধারা ৫৭ এর অধীন প্রস্তাব দাখিলের পর প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি কারিগরি প্রস্তাবসমূহ খুলিবে এবং কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি কারিগরি প্রস্তাব ও উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির নিকট দাখিল করিবে।

৫৯। **প্রস্তাব মূল্যায়ন**।–(১) প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া এবং প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিলে বর্ণিত যোগ্যতা ও মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণপূর্বক আবেদনকারীর কারিগরি যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য সকল কারিগরি প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে এবং উক্ত মূল্যায়ন অনুমোদনের জন্য ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট উহা দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কারিগরি মূল্যায়ন অনুমোদিত হইবার পর প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি, কারিগরি প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়নে কারিগরি যোগ্যতা অর্জনকারী ব্যক্তিগণকে, অতঃপর এই অধ্যায়ে পরামর্শক বলিয়া উল্লিখিত তাহাদের দাখিলকৃত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ্যে উন্মুক্তকরণের সময়, তৎকর্তৃক নির্ধারিত স্থানে, উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান জানাইবে।

(৩) প্রস্তাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি–

(ক) গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে, প্রত্যেক আর্থিক প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করিয়া কারিগরি ও আর্থিক নির্ণায়কসমূহের সম্মিলিত বিবেচনায় সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী পরামর্শককে নিগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে ;

(খ) নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে, উক্ত বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ কারিগরি পয়েন্ট অর্জনকারী পরামর্শককে নিগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে ;

(গ) সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে, কারিগরি যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সর্বনিম্ন ব্যয় উদ্ধৃতকারী পরামর্শককে নিগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে।

৬০। **নিগোসিয়েশন**।–(১) প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি, চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, প্রস্তাব বাস্তবায়ন কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাক-চুক্তি নিগোসিয়েশন সম্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাক চুক্তি নিগোসিয়েশন ফলপ্রসূ না হইলে, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি পরবর্তী সর্বোচ্চ মূল্যায়িত পরামর্শক এবং চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপভাবে অন্যান্য মূল্যায়িত পরামর্শকগণের সহিত নিগোসিয়েশন সম্পন্ন করিবে, তবে একইসাথে উক্ত কমিটি একাধিক পরামর্শকের সঙ্গে নিগোসিয়েশন করিতে পারিবে না।

(৩) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয় সংক্রান্ত প্রস্তাব আর্থিক মূল্যায়নে ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর এবং মূল্য সংযোজন কর প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় আনা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন নিগোসিয়েশন সমাপ্ত করিবার লক্ষ্যে, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি এবং কৃতকার্য পরামর্শক একটি সম্মত কার্যবিবরণী সম্পাদনক্রমে প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তিপত্র অনুস্বাক্ষর করিবে।

৬১। **অনুমোদন প্রক্রিয়া**।–(১) প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি উহার সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ধারা ৭(৫) অনুসারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি ক্রয়কারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।

[১][৬২। **চুক্তি স্বাক্ষর**।–(১) ক্রয়কারী, চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রাপ্তির পর, এই আইনের ধারা ২৯ ও ৩০ এর অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করা না হইয়া থাকিলে, কৃতকার্য পরামর্শককে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আহ্বান জানানো হইলে পরামর্শক, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়কারীর অনুকূলে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদানপূর্বক, প্রস্তাব দলিলে নির্দিষ্টকৃত চুক্তিপত্রের ছকে স্বাক্ষর করিবে।]

[২][৬৩। **প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি**।–ক্রয়কারী, কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর, অন্যান্য সকল আবেদনকারী বা পরামর্শককে তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে।]

সপ্তম অধ্যায়
পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ ইত্যাদি

৬৪। [৩][**পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, চুক্তি বাতিল, ইত্যাদি**]।–(১) এই আইনের অধীন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় কর্মকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য, সেবা বা কার্য ক্রয় বা সংগ্রহ করিবেন না বা করিবার চেষ্টা করিবেন না।

(২) ক্রয়কারী, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও চুক্তি বাস্তবায়নকালে, উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যেন কোন দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তিমূলক বা অন্য কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত না হন তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং একইভাবে, এই আইনে সংজ্ঞায়িত কোন দরপত্রদাতা বা পরামর্শক বা ব্যক্তি নৈতিক বিধি পালন করিবে এবং এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যে, উহা বা উহার কর্মচারীগণ বা উহার পক্ষে কোন মধ্যস্থতাকারী যেন অনুরূপ কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত না হন।

(৩) এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া কোন কার্য করিয়া থাকিলে তিনি Government Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1985 এর rule 3(b) এবং 3(d) বা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত চাকুরী বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ বা দুর্নীতির জন্য দায়ী হইবেন এবং উক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

---

[১]"ধারা ৬২" পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২]"ধারা ৬৩" পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩]"উপাত্তটীকার" পরিবর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ১৪(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর ব্যবস্থার বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে Prevention of Corruption Act, 1947 এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, Penal Code, 1860 এর অধীনেও ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান লংঘন করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমে বা ভবিষ্যতে অন্য কোন ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

[১][(৬) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ক্রয়কারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির কোন মৌলিক শর্ত ভঙ্গ করিলে বা এই আইন ও বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোন কার্যসম্পাদন করিলে, ক্রয়কারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি, ঠিকাদার, সরবরাহকারী বা পরামর্শককে উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ উল্লেখক্রমে, সকল সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।]

অষ্টম অধ্যায়
সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতির ব্যবহার, ইত্যাদি

৬৫। **ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় (e Government Procurement)**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন কোন বা সকল সরকারি ক্রয় ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাইবে।

২। **ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।** **ব্যাখ্যা**।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতি" অর্থ ওয়েবসাইটে সরাসরি (online) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৬৬। **কনসেশন চুক্তি সম্পর্কিত বিধান**।—এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে বা সম্পূর্ণ বেসরকারি অর্থায়নে, নির্মাণ মালিকানা পরিচালনা; নির্মাণ পরিচালনা হস্তান্তর; নির্মাণ মালিকানা পরিচালনা হস্তান্তরের মাধ্যমে জন-উপযোগমূলক এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেবার সংস্থান বা পরিচালনার জন্য সরকার তৎকর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও নমুনা চুক্তিপত্র অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সহিত কনসেশন চুক্তি করিতে পারিবে।

৬৭। **পরিবীক্ষণ, ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবীক্ষণ, সমন্বয় সাধন, ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার একটি সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট বা তদ্‌কর্তৃক গঠিত অন্য কোন ইউনিটের মাধ্যমে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই আইনের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(গ) নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

---

[১]"উপ-ধারা (৬)" পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন) এর ১৪(খ) ধারাবলে সংযোজিত।

৬৮। **রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত বিশেষ বিধান**।–(১) সরকার, রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে বা বিপর্যয়কর কোন ঘটনা মোকাবেলার জন্য, জনস্বার্থে, সরকার কর্তৃক গঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশক্রমে, ধারা ৩২ এ বর্ণিত সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি বা অন্য কোন ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(২) জাতীয় নিরাপত্তা বা জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে, সরকার ভিন্নরূপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, এই আইন অনুসারে সরকারি ক্রয় সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬৯। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।–এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য বা সরল বিশ্বাসে কোন কিছু সম্পাদন করিবার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য, সরকার বা কোন সরকারি কর্মচারীর (Public Servant) বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৭০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।–সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭১। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা**।–এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতে পারিবে।

৭২। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ** ।–এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৭৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।–(১) এই আইনে উল্লিখিত বিধি, ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিধি-বিধান বা অন্য কোন দলিল, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট বিধান বা বিধানসমূহ এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখে রহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি, ক্রয় সংক্রান্ত সকল বিধি- বিধান বা অন্য কোন দলিল, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইবে না।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি, প্রবিধান ও নির্দেশনাবলী অনুসারে গৃহীত সকল কার্যক্রম, উপ-ধারা (১) এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত উক্ত বিধি, প্রবিধান ও নির্দেশনাবলী অনুসারে উহা নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে, যেন উহা রহিত করা হয় নাই।

(৩) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি জারি না হওয়া পর্যন্ত "The Public Procurement Regulations, 2003" এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮

সূচীপত্র

ধারা নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	৩১
২।	সংজ্ঞা	৩১
৩।	বিধিমালার প্রযোজ্যতা	৩৬
৪।	ক্রয় সংক্রান্ত দলিল এবং উহাতে অন্তর্ভুক্ত বিবরণাদি	৩৭
৫।	দরপত্র মূল্য নির্ধারণে অনুসরণীয় বিধান	৪০
৬।	ক্রয় সংক্রান্ত দলিল বিতরণ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ	৪১
৭।	উন্মুক্তকরণ কমিটির গঠন	৪১
৮।	মূল্যায়ন কমিটির গঠন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি	৪২
৯।	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীর কার্যালয় বহির্ভূত কর্মকর্তার যোগ্যতা	৪৫
১০।	মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব	৪৫
১১।	দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন	৪৬
১২।	অর্পিত ক্রয়কার্য অনুমোদন	৪৭
১৩।	ক্রয় সংক্রান্ত আইন, ইত্যাদি সাধারণের প্রাপ্যতা	৪৮
১৪।	যোগাযোগের ধরন	৪৮
১৫।	ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan)	৪৮
১৬।	ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি	৫০
১৭।	একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্তকরণ	৫১
১৮।	ক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা	৫২
১৯।	দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ নির্ধারণ	৫৩
২০।	দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের সময়সীমা	৫৩
২১।	বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি	৫৩
২২।	দরপত্র জামানত	৫৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৩।	দরপত্র জামানতের মেয়াদ বৃদ্ধি	৫৫
২৪।	দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা যাচাইকরণ	৫৫
২৫।	দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্তকরণ	৫৫
২৬।	দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান	৫৫
২৭।	কার্য-সম্পাদন জামানত (Performance Security)	৫৬
২৮।	রক্ষণযোগ্য অর্থ (retention money)	৫৭
২৯।	পণ্য, ইত্যাদির কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	৫৮
৩০।	পরামর্শক সেবার কর্মপরিধি নির্ধারণ	৬০
৩১।	ক্রয় প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে বাধা-নিষেধ, ইত্যাদি	৬০
৩২।	গৃহীত দরপত্র, ইত্যাদির নিরাপদ হেফাজত	৬০
৩৩।	দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন বাতিলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	৬০
৩৪।	বাতিল পরবর্তী গৃহীতব্য ব্যবস্থা	৬১
৩৫।	বাতিলের কারণ অবহিতকরণ	৬২
৩৬।	ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া	৬২
৩৭।	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রকাশকরণ	৬৬
৩৮।	চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	৬৬
৩৯।	কার্যচুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	৬৯
৪০।	পণ্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা	৭২
৪১।	পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত চুক্তি ব্যবস্থাপনা	৭৩
৪২।	চুক্তি বাতিল এবং বিরোধ নিষ্পত্তি	৭৪
৪৩।	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ, ইত্যাদি	৭৫
৪৪।	ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিসাধ্যকরণ	৭৬
৪৫।	ক্রয় প্রক্রিয়া উত্তর পুনরীক্ষণ	৭৬
৪৬।	নিরপেক্ষ পরামর্শক কর্তৃক ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ	৭৭
৪৭।	বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান	৭৭

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪৮।	ব্যক্তির যোগ্যতা	৭৮
৪৯।	ব্যক্তির যোগ্যতার সমর্থনে আবশ্যকীয় দলিলপত্র	৮০
৫০।	বিশেষ কোন দরপত্রের ক্ষেত্রে অবশ্যপূরণীয় শর্ত সংশোধন	৮২
৫১।	প্রাক-যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	৮২
৫২।	ক্রয়কারী কর্তৃক যোগ্যতাসম্পন্ন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের তালিকা সংরক্ষণ	৮৪
৫৩।	সহ-ঠিকাদার বা সহ-পরামর্শক নিয়োগ	৮৫
৫৪।	যৌথ উদ্যোগ	৮৬
৫৫।	স্বার্থের সংঘাত	৮৮
৫৬।	অভিযোগ করার অধিকার	৮৯
৫৭।	প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি	৯১
৫৮।	রিভিউ প্যানেল গঠন	৯৩
৫৯।	আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী করা হইতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা	৯৪
৬০।	রিভিউ প্যানেল কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তি	৯৫
৬১।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ	৯৬
৬২।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ	৯৭
৬৩।	সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ	৯৭
৬৪।	সীমিত দরপত্র ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	৯৮
৬৫।	দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্ত	৯৯
৬৬।	দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	৯৯
৬৭।	দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতিতে প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন	১০০
৬৮।	দুই পর্যায়বিশিষ্ট পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১০১
৬৮ক।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্ত	১০১
৬৮খ।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১০১
৬৮গ।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	১০২

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃ
৬৮ঘ।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত ও মূল্যায়ন	১০২
৬৯।	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী, শর্তাবলী, ইত্যাদি	১০৩
৭০।	কোটেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আবশ্যক তথ্য, দলিলাদি, ইত্যাদি	১০৪
৭১।	কোটেশন আহ্বানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১০৫
৭২।	কোটেশন দাখিল পদ্ধতি	১০৫
৭৩।	কোটেশন মূল্যায়ন এবং ক্রয়াদেশ বা কার্যাদেশ প্রদান	১০৬
৭৪।	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	১০৭
৭৫।	সরাসরি ক্রয় চুক্তির ধরন	১০৭
৭৬।	সরাসরি চুক্তির প্রয়োগ	১০৮
৭৭।	পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ এবং পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশ	১১০
৭৮।	ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ জারী	১১০
৭৯।	ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রণয়ন	১১১
৮০।	ভেরিয়েশন বা অতিরিক্ত কার্যের মূল্য নির্ধারণ	১১১
৮১।	সরাসরি নগদ ক্রয়	১১৩
৮২।	ফোর্স একাউন্ট এর প্রয়োগ	১১৩
৮৩।	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলী ও কার্যপ্রণালী	১১৩
৮৪।	দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাদি	১১৬
৮৪ক।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্ত	১১৬
৮৪খ।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১১৭
৮৪গ।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	১১৭
৮৪ঘ।	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	১১৭
৮৫।	আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলী ও প্রক্রিয়া	১১৮
৮৬।	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলী ও প্রক্রিয়া	১১৯
৮৭।	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলী ও প্রক্রিয়া	১১৯

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৮৮।	দূতাবাস ও বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাবাহী বাহনের জন্য ক্রয় (আইনের ধারা-৩৫)	১১৯
৮৯।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১২০
৯০।	বিজ্ঞাপন	১২২
৯১।	পণ্য, কার্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ	১২৪
৯২।	প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ	১২৬
৯৩।	প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র মূল্যায়ন	১২৬
৯৪।	দরপত্র দলিল বিক্রয়, প্রাক-যোগ্যতা সভা, ইত্যাদি	১২৮
৯৫।	দরপত্র দলিলের সংশোধন	১৩০
৯৬।	দরপত্র দলিল প্রস্তুত ও দাখিল	১৩০
৯৭।	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	১৩২
৯৮।	দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি	১৩৪
৯৮ক।	লটারীর প্রয়োগ, ইত্যাদি	১৪২
৯৯।	চুক্তি সম্পাদনের পূর্বশর্ত হিসাবে নিগোসিয়েশন বা দরপত্র সংশোধন না করা	১৪৩
১০০।	দাখিল-উত্তর যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ যাচাই	১৪৪
১০১।	অনুমোদন প্রক্রিয়া	১৪৫
১০২।	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী ও চুক্তি স্বাক্ষর	১৪৫
১০৩।	বুদ্ধিবৃত্তির এবং পেশাগত সেবা ক্রয় পদ্ধতি এবং ইহার প্রয়োগ	১৪৭
১০৪।	বুদ্ধিবৃত্তির এবং পেশাদারী সেবা ক্রয়ের অন্যান্য পদ্ধতি	১৪৮
১০৫।	গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫১
১০৬।	নির্দিষ্ট বাজেটের অধীন নির্বাচন পদ্ধতি এর অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫১
১০৭।	সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি এর অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫২
১০৮।	পরামর্শকের যোগ্যতাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি এর অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫২
১০৯।	সামাজিক সেবামূলক সংগঠন নির্বাচন পদ্ধতি এর অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১১০।	একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫৩
১১১।	ডিজাইন প্রতিযোগিতা (Design Contest) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫৪
১১২।	ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	১৫৫
১১৩।	আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র দাখিল	১৫৭
১১৪।	আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ	১৫৭
১১৫।	আবেদনপত্র মূল্যায়ন এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুমোদন, ইত্যাদি	১৫৮
১১৬।	পরামর্শ সেবার কর্মপরিধি প্রস্তুতকরণ	১৫৯
১১৭।	প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল প্রণয়ন ও জারী	১৬০
১১৮।	প্রস্তাব দাখিল এবং উন্মুক্তকরণ	১৬৬
১১৯।	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	১৬৬
১২০।	আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন	১৬৮
১২১।	গুণগত ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্মিলিত বিবেচনায় কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন	১৬৯
১২২।	নিগোসিয়েশন	১৭০
১২৩।	নিগোসিয়েশনে ব্যর্থতা এবং সকল প্রস্তাব বাতিলকরণ	১৭১
১২৪।	অনুমোদন প্রক্রিয়া	১৭১
১২৫।	চুক্তি স্বাক্ষর	১৭২
১২৬।	প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি	১৭২
১২৭।	পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ ইত্যাদি	১৭৩
১২৮।	ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয়	১৭৬
১২৯।	কনসেশন চুক্তি সম্পর্কিত বিধান	১৭৬
১৩০।	পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব	১৭৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
তফসিল–১	১৭৯
তফসিল–২	১৮৩
তফসিল–৩	২০০
তফসিল–৪	২১২
তফসিল–৫	২২০
তফসিল–৬	২২৭
তফসিল–৭	২২৮
তফসিল–৮	২২৯
তফসিল–৯	২৩৩
তফসিল–১০	২৪১
তফসিল–১১	২৪৬
তফসিল–১২	২৪৮
তফসিল–১৩	২৫৭
তফসিল–১৪	২৬০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ মাঘ, ১৪১৪ বাং/ ২৪ জানুয়ারি, ২০০৮ ইং

এস, আর, ও নং ২১-আইন/২০০৮।—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ–

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" নামে অভিহিত হইবে।

*(২) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ কার্যকর হইবার তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা–

(১) "অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ মোতাবেক পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ;

(২) "অনুমোদন পদ্ধতি" অর্থ বিধি ৩৬ এ উল্লিখিত কোন দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন পদ্ধতি ;

(৩) "অন্যান্য স্থান বা স্থানসমূহ (Secondary Place or Places)" অর্থ এই বিধিমালার অধীন ক্রয়কারী কর্তৃক ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহ যেখানে দরপত্র দাখিল করা হইবে কিন্তু উন্মুক্ত করা হইবে না ;

(৪) "অর্পিত ক্রয়কার্য (delegated procurement)" অর্থ কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর এর পক্ষে কোন ক্রয়কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যবহারকারী সত্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোন ক্রয়কারীর উপর উহা সম্পাদনের জন্য অর্পিত ক্রয়কার্য ;

(৫) "আইন" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) ;

(৬) "আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ" অর্থ সরকারি ক্রয়কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ বা উহার অধীন প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা, পুনঃঅর্পণ আদেশ ;

---

*এস, আর, ও নং ২০-আইন/২০০৮, তারিখ ঃ ২৭ জানুয়ারি, ২০০৮ দ্বারা ৩১ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখ উক্ত আইন ও বিধিমালা কার্যকর হইয়াছে।

(৭) "আবেদনকারী" অর্থ আইনের ধারা ৩২ (ক) এর অধীন সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য, বা ষষ্ঠ অধ্যায়ের অংশ-২ এর অধীন প্রাক্-যোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্-যোগ্যতা অর্জনের জন্য, বা ধারা ৫৪ এর অধীন আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য, আগ্রহী ব্যক্তি ;

(৮) "ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় (e Government Procurement)" অর্থ কোন ক্রয়কারী কর্তৃক ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রয় ;

(৯) "উন্মুক্তকরণ (opening) কমিটি" অর্থ আইনের ধারা ৬ এর অধীন গঠিত দরপত্র উন্মুক্তকরণ স্থানে দরপত্র দাখিল ;

(১০) "একাধিক স্থানে দাখিল (multiple dropping)" অর্থ ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিল ;

(১১) "কোটেশন" অর্থ এই বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত আর্থিক সীমা সাপেক্ষে, সহজলভ্য প্রমিত পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে লিখিতভাবে প্রাপ্ত মূল্য জ্ঞাপক প্রস্তাব ;

(১২) "কার্য" অর্থ রেলপথ, রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক বা কোন ভবন, অবকাঠামো বা কাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সাইট প্রস্তুতকরণ, অপসারণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বা নবরূপদান সংক্রান্ত সকল কাজ, অথবা খননকার্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংস্থাপন, ডেকোরেশনসহ যে কোন প্রকারের নির্মাণ কাজ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ভৌত সেবা যদি উহার মূল্য কার্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয় ;

(১৩) "ক্রয়" অর্থ কোন চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবা সম্পাদন ;

(১৪) "ক্রয়কারী (procuring entity)" অর্থ সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ক্রয়কারী ;

(১৫) "ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the procuring entity)" অর্থ কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, সরকারি অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রধান [১][বা, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলা জজ] বা পদনাম নির্বিশেষে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন অথবা কোম্পানী আইনের অধীন নিগমিত (incorporated) কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ;

(১৬) "গ্রহণযোগ্য (responsive)" অর্থ দরপত্র দলিল বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিলে ঘোষিত ও নির্দিষ্টকৃত মূল্যায়ন নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিবেচিতব্য ;

(১৭) "চুক্তি মূল্য (contract price)" অর্থে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত মূল্য এবং অতঃপর চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী সমন্বয়কৃত মূল্য বুঝাইবে ;

---

[১]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১, তাং ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত, সেকশন-১।

(১৮) "ঠিকাদার" অর্থ আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি ;

(১৯) "ডে-ওয়ার্কস" অর্থ সেই কাজ যাহা ক্রয়কারী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয় এবং যাহার মূল্য ঠিকাদারের শ্রমিক কর্তৃক নিয়োজিত সময় এবং ঠিকাদারের সরঞ্জামাদির ব্যবহারের ভিত্তিতে কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত বিবরণীতে (Bill of Quantities) উল্লিখিত হারে পরিশোধিত হয় ;

(২০) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল ;

(২১) "ত্রুটি (defect)" অর্থে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী কোন কার্যের অনিস্পন্ন অংশ বুঝাইবে ;

(২২) "ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত সনদপত্র (defects correction certificate)" অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক ত্রুটি সংশোধনের পর প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক জারীকৃত সনদ ;

(২৩) "ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ (defects liability period)" অর্থ চুক্তির বিশেষ শর্তাদিতে (Particular conditions of contract) উল্লেখিত মেয়াদ যাহা কার্য সমাপণের তারিখ হইতে হিসাব করা হয় ;

(২৪) "দরপত্র" বা "প্রস্তাব" অর্থ দরপত্র দাখিলের আহ্বান বা, ক্ষেত্রমত, প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দরপত্রদাতা বা কোন পরামর্শক কর্তৃক পণ্য, কার্য বা সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারীর নিকট দাখিলকৃত দরপত্র বা প্রস্তাব ; এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোটেশনও দরপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(২৫) "দরপত্র দলিল" বা "প্রস্তাব" দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল" অর্থ দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুত করিবার ভিত্তি হিসাবে ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো দরপত্রদাতা বা পরামর্শককে সরবরাহকৃত দলিল ;

(২৬) "দরপত্রদাতা" অর্থ দরপত্র দাখিলকারী ব্যক্তি ;

(২৭) "দিন" অর্থ ভিন্নভাবে কার্যদিবস হিসাবে উল্লিখিত না হইলে, খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা বৎসরের দিন ;

(২৮) "দৈব দুর্ঘটনা (Force Majeure)" অর্থ ঠিকাদারের বা সরবরাহকারী বা পরামর্শকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এমন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি, যাহা তাহাদের অবহেলা বা অযত্নের কারণে উদ্ভূত নহে, বা যাহা অদৃষ্টপূর্ব ও অবশ্যম্ভাবী ; সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত কোন কাজ, যুদ্ধ, বা বিপ্লব, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, মহামারী, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরোপিত বিধি নিষেধ, এবং মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা (freight embargoes) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কেবল উহার মধ্যেই সীমিত থাকিবে না ;

(২৯) "নৈতিক বিধি" অর্থ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের সময় কোন ব্যক্তি কর্তৃক অবশ্য পালনীয় শর্ত বা বিধান ;

[১][(৩০) "পণ্য" অর্থ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার (off-the-shelf) ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, যদি উহার মূল্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয় ;]

(৩১) "পরামর্শক" অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি ;

(৩২) "প্রকল্প ব্যবস্থাপক" অর্থ চুক্তি পরিচালনা এবং কার্য সম্পাদন তদারক করিবার জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ঠিকাদারকে অবহিত করিয়া নিযুক্ত অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি ;

(৩৩) "প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ (intended completion date)" অর্থ ঠিকাদার কর্তৃক কার্য সমাপনের প্রত্যাশিত তারিখ, যাহা চুক্তির বিশেষ শর্তাদিতে নির্ধারিত থাকে এবং যে তারিখ সময় বৃদ্ধির কারণে সংশোধনযোগ্য ;

(৩৪) "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট" অর্থ সরকারি তহবিল দ্বারা ক্রয়কে বুঝাইবে ;

(৩৫) "প্রভিশনাল সাম (provisional Sum)" অর্থ কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত বিবরণীতে ক্রয়কারী কর্তৃক উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ বুঝাইবে, যাহা ক্রয়কারী কর্তৃক, স্বেচ্ছাধীন বিবেচনায়, মনোনীত সহ-ঠিকাদার জন্য অর্থ পরিশোধ বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে ;

(৩৬) "প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ" অর্থ, যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব ;

(৩৭) "প্রাক্-যোগ্যতা" অর্থ দরপত্রে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানাইবার প্রক্রিয়া ;

(৩৮) 'ফরম' (Form) বা 'ছক' (Format) অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন ফরম বা ছক ;

(৩৯) "ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি" অর্থ পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, পরিমাণ বা অনুমিত পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তাধীন কোন পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের জন্য এক বা একাধিক ক্রয়কারীর সহিত এক বা একাধিক সরবরাহকারীর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত চুক্তি ;

(৪০) "বিজ্ঞাপন" অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট বা অন্য কোন গণমাধ্যমে আইনের ধারা ৪০ এর অধীন প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ;

(৪১) "ব্যক্তি" অর্থ ক্রয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সংঘ বা সমবায় সমিতি ;

---

[১]এস, আর, ও নং ৩৪৫ আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দফা ৩০ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-১(ক)।

[১][(৪২) "বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা" অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা পেশাগত বিষয়ে চুক্তিতে বর্ণিত মতে পরামর্শক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান, বা কোন কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ, বা ডিজাইন প্রণয়ন, বা কাজের তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক সেবা, এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ;]

[২][(৪৩) "ভৌত সেবা" অর্থ–

(ক) পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী উপকরণাদি বা কোন প্রতিষ্ঠানের ভবন ও সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা জরিপ বা অনুসন্ধানমূলক খননকার্য ; বা

(খ) নিরাপত্তা সেবা, পরিবেশন সেবা, ভূতত্ত্ব বিষয়ক সেবা বা একক সেবাদানমূলক চুক্তির অধীনে তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত কোন সেবা ; বা

(গ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন [Pre-Shipment Inspection (PSI)] এজেন্ট নিয়োগ, ক্লিয়ারিং এবং ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট নিয়োগ, পণ্য পরিবহন কাজ, ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ, মালামাল পরিবহনের জন্য পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ বা বীমা ঝুঁকি ; বা

(ঘ) আউটসোর্সিং (out-sourcing) এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে আইনের অধীন নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা ;

ব্যাখ্যা ঃ এই বিধিতে উল্লিখিত আউটসোর্সিং (out-sourcing) বলিতে এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা বা নীতিমালা বা অনুরূপ কোন নির্দেশনাকে বুঝাইবে।]

(৪৪) "মান" অর্থ পণ্য, কার্য বা সেবার গুণগত মান ;

(৪৫) "মূল স্থান (primary place)" অর্থ ক্রয়কারীর কার্যালয় যেখানে দরপত্র দাখিল ও উন্মুক্ত করা হইবে ;

(৪৬) ''মূল্যায়ন কমিটি" অর্থ আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি ;

(৪৭) "মূল্যায়ন প্রতিবেদন" অর্থ আবেদনপত্র, দরপত্র বা কোটেশন, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের পর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদন ;

(৪৮) "রিভিউ প্যানেল" অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল ;

---

[১]এস, আর, ও নং ৩৪৫ আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দফা ৪২ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-১(খ)।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫ আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দফা ৪৩ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-১(গ)।

(৪৯) "লিখিতভাবে" অর্থ যথাযথভাবে স্বাক্ষরযুক্ত হাতে লিখিত বা যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত কোন যোগাযোগ এবং যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত (authenticated) ফ্যাক্স বা ইলেকট্রনিক বার্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৫০) "সমাপ্তির তারিখ (completion date)" অর্থ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যায়িত কার্য সমাপ্তির তারিখ ;

[১][(৫১) "সরকারি তহবিল" অর্থ সরকারি বাজেট হইতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোন উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণ এবং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিল ;]

(৫২) "সরবরাহকারী" অর্থ আইনের অধীন পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিসম্পাদনকারী ব্যক্তি ;

(৫৩) "সংক্ষিপ্ত তালিকা" অর্থ আইনের ধারা ৫৪ এর অধীন আগ্রহ ব্যক্তকরণের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র মূল্যায়নের পর বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান জানাইবার জন্য যোগ্য বিবেচিত আবেদনকারীগণের তালিকা ;

(৫৪) "সংশ্লিষ্ট সেবা" অর্থ পণ্য সরবরাহ চুক্তির সহিত সম্পর্কিত সেবা ;

(৫৫) "সহ-পরামর্শক (sub-consultent)" অর্থ পরামর্শক কর্তৃক প্রদেয় সেবার কোন নির্দিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা ;

(৫৬) "সহ-ঠিকাদার (sub-contractor)" বলিতে চুক্তিবদ্ধ কার্যের কোন অংশ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের সহিত চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তি বা বিধিবদ্ধ সংস্থাকে বুঝাইবে এবং নির্বাচিত স্থানে কাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫৭) "সিপিটিইউ (CPTU)" অর্থ আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ স্থাপিত সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট ;

(৫৮) "সেবা" অর্থ পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ;

(৫৯) "স্বার্থের সংঘাত" অর্থ এইরূপ অবস্থা যেখানে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থ কোন ক্রয়কারীকে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সুবিচার, এবং দরপত্র বা প্রস্তাবসমূহের প্রতি সম-আচরণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

৩। **বিধিমালার প্রযোজ্যতা**।--আইন এর ধারা ৩ (২) অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে আইন প্রযোজ্য সেই সকল ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

---

[১]এস, আর, ও নং ৩৪৫ আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দফা ৫১ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-১(ঘ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ, কমিটি, ইত্যাদি
অংশ-১
দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ

৪। **ক্রয় সংক্রান্ত দলিল এবং উহাতে অন্তর্ভুক্ত বিবরণাদি**।–(১) কোন সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত এবং তফসিল-১ (Schedule-I) এ বর্ণিত আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) অনুযায়ী হইতে হইবে।

(২) পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলসমূহ, ক্ষেত্রমত, অন্যান্য বিষয়সহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে–

(ক) আবেদনপত্র বা দরপত্র প্রস্তুত ও উহা দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশনা ;

[১][(কক) সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক [২](৩ (তিন)] কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দরপত্র দলিলে কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিলে (bill of quantities) একক দরসহ দাপ্তরিক প্রাক্কলন (official estimate) ;

(ককক) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোন মূল্যের অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দাপ্তরিক প্রাক্কলন (official estimate) ব্যতীত কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিল (bill of quantities) ;]

(খ) আবেদনপত্র বা দরপত্র গ্রহণের সর্বশেষ সময়সীমা ও স্থান বা স্থানসমূহ বিষয়ক তথ্য ;

(গ) দরপত্র গ্রহণ ও প্রকাশ্যে উন্মুক্তকরণের তারিখ, সময় (স্থানীয়) ও স্থান সম্পর্কিত তথ্য ;

(ঘ) দরপত্র দাখিল শীট (tender submission sheet) এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্র জামানত, কার্য-সম্পাদন জামানত (performance security) এবং উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারপত্র (authorisation) ;

(ঙ) আবেদনপত্র বা দরপত্রের কত কপি মূল কপির সহিত দাখিল করিতে হইবে উহার সংখ্যা ;

(চ) চুক্তির সাধারণ এবং বিশেষ শর্তাদি ;

(ছ) চাহিদাকৃত পণ্য বা কার্যের বিস্তারিত বিনির্দেশের (specification) বিবরণ ;

(জ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন-উত্তর যোগ্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে দরপত্রদাতা কর্তৃক যোগ্যতার সমর্থনে প্রামাণিক তথ্য ;

(ঝ) যে মেয়াদের জন্য দরপত্র বৈধ থাকিবে সেই মেয়াদ ;

---

[১]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১, তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা দফা (কক) এবং (ককক) সন্নিবেশিত, সেকশন-২।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দফা "২(দুই)" সংখ্যা বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩(তিন)" সংখ্যা বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-২(ক)।

(ঞ) প্রাক্-যোগ্যতার আবেদনপত্র বা দরপত্র মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য যোগ্যতা ও অন্যান্য নির্ণায়কসমূহ এবং উহা মূল্যায়নের ভিত্তি ;

(ট) দরপত্রদাতা আইনের ধারা ৬৪ তে বর্ণিত কোন দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হইবে না মর্মে দরপত্র দলিলে নির্দেশিত ফরমে অঙ্গীকার প্রদান বিষয়ক একটি অবশ্য পূরণীয় শর্ত ;

(ঠ) ক্রয়কারী যে কোন বা সকল আবেদনপত্র, দরপত্র বা কোটেশন বাতিল করিতে পারিবে মর্মে একটি বিবরণ বা ঘোষণা ;

(ড) দরপত্র দলিলের শর্ত বা উহাতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণের সহিত প্রাক্-দরপত্র সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি শর্ত ;

(ঢ) আবেদনকারী বা দরপত্রদাতা বিধি ৫৭ অনুসারে কাহার নিকট অভিযোগ দায়ের করিবে সেই বিষয়ে আবেদনপত্র উপাত্ত শীট (application data sheet) বা দরপত্র উপাত্ত শীট (tender data sheet) এ উল্লেখ ; এবং

(ণ) দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের পূর্বে যে কোন সময় দরপত্র সংশোধন, প্রতিস্থাপন বা প্রত্যাহারের জন্য দরপত্রদাতাকে অনুমতি প্রদান করা যাইবে মর্মে একটি শর্ত।

(৩) ক্রয়কারীকে দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে নিম্নবর্ণিত তথ্য ও শর্তাদি উল্লেখ করিতে হইবে—

(ক) সম্পাদিতব্য কার্য ও ভৌত সেবার বিবরণ ;

(খ) কার্যের অবস্থান এবং নকশা (drawings) ;

(গ) প্রদেয় পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ ;

(ঘ) সরবরাহ বা স্থাপনের স্থান ;

(ঙ) সরবরাহ এবং কার্য-সম্পাদনের কর্মপরিকল্পনা ;

(চ) কার্য-সম্পাদনে অবশ্যপূরণীয় ন্যূনতম শর্ত ;

[১][(চচ) চুক্তি বাস্তবায়নে দরদাতার সক্ষমতা বা tender capacity নিরূপণের লক্ষ্যে দরপত্র দলিলে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট clause এবং ফরমূলা ;]

(ছ) ওয়ারেন্টি, ত্রুটিজনিত দায় (defects liability) ও রক্ষণাবেক্ষণের শর্তাদি ;

(জ) দরপত্রদাতাগণ যে মুদ্রায় বা মুদ্রাসমূহে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে সেই মুদ্রা বা মুদ্রাসমূহের নাম এবং বিনিময় মূল্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারিখ ;

(ঝ) দরপত্র জামানত ও কার্য-সম্পাদন জামানতের পরিমাণ এবং মুদ্রা বা মুদ্রাসমূহের নাম ;

---

[১]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দফা (চচ) সন্নিবেশিত, সেকশন-২(খ)।

(ঞ) চুক্তি মূল্য (contract price) পরিশোধের শর্ত ও পদ্ধতি ;

(ট) ন্যূনতম বীমা কাভারেজ ; এবং

(ঠ) প্রাসঙ্গিক অন্য কোন শর্ত।

(৪) সরবরাহের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা সরঞ্জামাদি, অথবা সম্পাদিতব্য কার্য কারিগরি বিনির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা উহা নির্ধারণ করিবার জন্য যে পরীক্ষা (test), মান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইবে উহা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্র দলিলে সঠিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) কারিগরি বিনির্দেশসমূহ এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন উহা অ-সীমাবদ্ধকর (non-restrictive) এবং পক্ষপাতহীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হয় এবং দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত নকশার সহিত সংগতিপূর্ণ হয়।

(৬) ক্রয়কারী দরপত্র দলিল প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োজনে ক্রয়কারী দপ্তর বা সংস্থা বহির্ভূত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলিলের মধ্যে অগ্রগণ্যতার ক্রম (precedence) হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র (contract agreement) ;

(খ) চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (notification of award) ;

(গ) দরপত্র এবং উহার পরিশিষ্ট (tender and the appendix to tender) ;

(ঘ) চুক্তির বিশেষ শর্তাদি (particular conditions of contract) ;

(ঙ) চুক্তির সাধারণ শর্তাদি (general conditions of contract) ;

(চ) কারিগরি বিনির্দেশ (technical specifications) ;

(ছ) সাধারণ বিনির্দেশ (general specifications) ;

(জ) নকশা (drawings) ;

(ঝ) কার্যের মূল্যযুক্ত পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিল (priced bill of quantities) বা আবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য সম্বলিত তফসিল (priced schedule of requirements) ; এবং

(ঞ) পত্র যোগাযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন দলিল।

(৮) পরামর্শক সেবা ক্রয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিল (প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ ও কার্যপরিধি) এই বিধিমালার ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিধান অনুসরণে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৯) বিকল্প ডিজাইন, দ্রব্যাদি (materials), কার্য সম্পন্নের তফসিল, অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি বা অন্য কোন শর্তের ভিত্তিতে দরপত্র দাখিলের সুযোগ প্রদান করিবার ক্ষেত্রে, উক্ত বিষয়সমূহের গ্রহণযোগ্যতার শর্ত ও মূল্যায়ন পদ্ধতি দরপত্র দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) পণ্য সরবরাহের জন্য লটভিত্তিক (lot-by-lot basis) দরপত্র আহ্বান করা হইলে, প্রতিটি লটই একটি দরপত্র হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে দরপত্র উপাত্ত শীটে (tender data sheet) এই মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক লটের অধীন মোট আইটেমসমূহের কমপক্ষে ৮০% (শতকরা আশি ভাগ) এবং প্রাক্কলিত লট মূল্যের কমপক্ষে ৬৫% (শতকরা পয়ষট্টি ভাগ) এর জন্য দরপত্র দাখিল না করা হইলে উক্ত দরপত্র নন-রেসপন্সিভ বলিয়া বিবেচিত হইবে ; অথবা কোন লট-টেন্ডারের কোন একটি আইটেমের মূল্য প্রাক্কলিত লট মূল্যের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) এর অধিক হইলে, দরপত্র উপাত্ত শীটে এই মর্মে উল্লেখ করিতে হইবে যে কোন লট-টেন্ডারে উক্ত আইটেমের মূল্য অন্তর্ভুক্ত না করা হইলে, মোট আইটেমসমূহের মধ্যে শতকরা হিসাবে ন্যূনতম যে সংখ্যক আইটেমের জন্য দরপত্র দাখিল করিতে হইবে বলিয়া দরপত্র উপাত্ত শীটে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই শর্তপূরণ করিলেও উক্ত লট-টেন্ডার [১][অগ্রহণযোগ্য (non-responsive)] বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১১) এক বা একাধিক আইটেমের জন্য আইটেমভিত্তিক (item-by-item basis) পণ্য সরবরাহের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক আইটেমের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব (offer) উক্ত আইটেমের অধীন পূর্ণ পরিমাণের জন্য প্রদান করিতে হইবে ও উহা একটি দরপত্র হিসাবে গণ্য হইবে এবং আলাদাভাবে প্রতিটি আইটেম দাখিলের সুযোগ প্রদানের জন্য দরপত্র দাখিল শীটে (tender submission sheet) একটি টেবিল সংযোজন করিয়া উক্ত শীট সংশোধন করিতে হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, ক্রয়কারী, কোন নির্দিষ্ট ধরনের ক্রয়ের প্রয়োজনে, উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত দলিলসমূহে অন্তর্ভুক্ত আবেদনপত্র উপাত্ত শীট, দরপত্র উপাত্ত শীট বা চুক্তির বিশেষ শর্তে, আইন ও এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্য নহে এইরূপ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে পারিবে।

(১৩) সিপিটিইউ তৎকর্তৃক ইস্যুকৃত আদর্শ দলিলসমূহ উহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

৫। **দরপত্র মূল্য নির্ধারণে অনুসরণীয় বিধান**।–(১) কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে কোন পণ্য সরবরাহ, বা কোন কার্য সম্পাদন বা স্থাপনের (installation) মূল্যসহ দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রদেয় সকল সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক সেবার মূল্যের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে।

(২) চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, সরবরাহকারী বা ঠিকাদার কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও শুল্কসহ যে কর প্রদেয় হইবে তাহা আলাদা আলাদাভাবে দরপত্র দলিলের মূল্য তফসিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র দলিলে উল্লেখ থাকিবে যে–

(ক) দরপত্রের মূল্য স্থির বা নির্দিষ্ট থাকিবে ; বা

(খ) কোন চুক্তির মুখ্য অংশের যেমন–শ্রম, যন্ত্রপাতি, উপাদান, জ্বালানী মূল্যের, উর্ধ্বমুখী বা অধঃমুখী, পরিবর্তনের ফলে দরপত্র মূল্য সমন্বয় করা যাইতে পারে।

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা "নন-গ্রহণযোগ্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "অগ্রহণযোগ্য (non-responsive)" শব্দগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত, সেকশন–১।

(৪) কোন চুক্তির ক্ষেত্রে ১৮(আঠার) মাসের বেশী সময় আবশ্যক হইলে, [১][সেইক্ষেত্রে] দরপত্র দলিলে বর্ণিত ফরমূলা অনুসরণক্রমে মূল্য সমন্বয় করা যাইতে পারে।

(৫) সাধারণ বাণিজ্যিক রীতি-নীতির আওতায় সরবরাহের সময়সীমা নির্বিশেষে কোন নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট মূল্যে সংগ্রহের ক্ষেত্রে, বা ১৮(আঠার) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন যোগ্য কোন সহজ চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মূল্য সমন্বয়ের শর্ত আরোপ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ক্রয়কারী, ১৮(আঠার) মাসের কম সময় আবশ্যক এইরূপ চুক্তির ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে মূল্য সমন্বয় ফরমূলা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) 'ডে-ওয়ার্কস' বাবদ যে সকল আইটেমের দর প্রদান করিতে হইবে কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত বিবরণীতে উক্ত আইটেমসমূহের প্রত্যেকটির প্রাক্কলিত পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) ক্রয়কারী, উহার নিজস্ব বিবেচনায়, দরপত্র দলিলে বিশদভাবে বর্ণিত মতে মনোনীত সহ-ঠিকাদার এর পাওনা এবং অন্যান্য ব্যয় মিটানোর উদ্দেশ্যে কার্যের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত বিবরণীতে প্রভিশনাল সাম এর সংস্থান করিতে পারিবে।

৬। **ক্রয় সংক্রান্ত দলিল বিতরণ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ**।–কোন ব্যক্তির অনুকূলে প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল ইস্যু করার ক্ষেত্রে ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত তথ্য সংরক্ষণ করিবে–

(ক) ক্রয় সংক্রান্ত দলিল ইস্যু সংক্রান্ত রেফারেন্স নম্বর ;

(খ) ব্যক্তির নাম ও ডাক যোগাযোগের ঠিকানা ;

(গ) টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল, যদি থাকে ; এবং

(ঘ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোন প্রয়োজনীয় তথ্য।

অংশ-২

কমিটিসমূহ

৭। **উন্মুক্তকরণ কমিটির গঠন**।–(১) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্ন পর্যায়ের কোন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমত, তফসিল-২ (Schedule-II) এ উল্লেখিত সদস্যদের সমন্বয়ে দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন করিবে।

[২][(২) উন্মুক্তকরণ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের ন্যায় নির্ধারিত হারে উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্যদের ফি বা সম্মানী প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্যগণকে ফি বা সম্মানী প্রদানের জন্য উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে।]

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা "তাহা হইলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সেইক্ষেত্রে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত, সেকশন–২।

[২]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা উপ-বিধি (২) এবং (৩) সংযোজিত, সেকশন–৩।

৮। **মূল্যায়ন কমিটির গঠন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি**।–(১) আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান ইস্যু করিবার প্রাক্কালে, কিন্তু আবশ্যিকভাবে আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বের যে কোন তারিখে, তফসিল-২ অনুসারে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে গঠিত মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়নের জন্য আবশ্যক জ্ঞানসম্পন্ন বহিঃসদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং উক্ত সদস্যদেরকে পদবীর ভিত্তিতে মনোনীত করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত বিভিন্ন মূল্যসীমার মধ্যে ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি উক্ত তফসিল-২ অনুসারে গঠন করিতে হইবে।

(৩) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে, তবে যদি পরিচালনা পর্ষদ বা মন্ত্রণালয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হয়, বা সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হয়, তাহা হইলে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের অনুমোদনক্রমে মূল্যায়ন কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) ক্রয়কারী, উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপভাবে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে–

(ক) সকল প্রকার ক্রয়ের জন্য একটি মাত্র মূল্যায়ন কমিটি ; বিশেষতঃ যদি সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্তৃক প্রতি বৎসরে শুধু সীমিত সংখ্যক আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব বিবেচনা করা হইয়া থাকে বা একটি মাত্র দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় সকল ক্রয় সম্পাদন করা সম্ভব হয় ; বা

(খ) একাধিক মূল্যায়ন কমিটি ; যদি ক্রয়কারীকে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্রয়ের জন্য বহুসংখ্যক আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করিতে হয় ; এবং

(গ) একটি আলাদা মূল্যায়ন কমিটি ; যদি প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ সংক্রান্ত বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ বা জটিল ক্রয়, বা জটিল প্রকৃতির কার্য বা যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত দরপত্র মূল্যায়ন করিতে হয় ; বা

(ঘ) বিশেষ কোন ক্রয়ের জন্য প্রয়োজন হয়।

(৫) মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের নিম্নবর্ণিত কার্যালয় বা সংস্থা হইতে নির্বাচন করা যাইতে পারে, যথা ঃ

(ক) ক্রয়কারীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের (যেমন-আর্থিক, বাণিজ্যিক এবং কারিগরি ইউনিটসমূহ) কর্মকর্তাবৃন্দ ;

(খ) ক্রয়কারী কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা উহার অধীনস্থ অন্য কোন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ;

(গ) উপকারভোগী বা ব্যবহারকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ; এবং

(ঘ) বহিঃ সদস্যদের ক্ষেত্রে, কারিগরি, বাণিজ্যিক, আর্থিক বা আইন বিষয়ে অন্য যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, বা উহার অধীনস্থ কোন দপ্তর ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা, বা বিশ্ববিদ্যালয় বা খ্যাতিসম্পন্ন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ, বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

(৬) বিধি ৩৬ অনুসারে মূল্যায়ন প্রতিবেদন পুনরীক্ষণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে, মূল্যায়ন কমিটি গঠনের সময় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যেন উহার সদস্যগণ ন্যায়নিষ্ঠ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বা পেশাজীবী হন।

(৭) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন কমিটি গঠনের সময় একজন সদস্যকে উহার সদস্য-সচিব হিসাবে মনোনীত করিবে।

(৮) সভার নোটিশ মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভার বৈধতার জন্য তফসিল-২ এ বর্ণিত ন্যূনতম সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক হইবে।

(৯) মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন শুরু করিবার পর হইতে যতটা সম্ভব একনাগাড়ে কাজ করিবে যাহাতে বিধি ৩৬ এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

(১০) মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্বে আইন, এই বিধিমালা এবং আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমে–

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে ;

(খ) সুপারিশসহ একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে ; এবং

(গ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিধি ৩৬ মোতাবেক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(১১) মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হইবার পর, গঠন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন সদস্যকে উক্ত কমিটি হইতে, অপসারণ করা যাইতে পারে–

(ক) যদি কোন সদস্য, নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও, কোন আবেদনকারী বা দরপত্রদাতার সহিত তাহার সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ না করে [১][;বা]

(খ) যদি কোন সদস্য পর পর দুইবার মূল্যায়ন কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকেন ; বা

(গ) যদি আইনের ধারা ৬৪ এর বিধান লংঘন করিয়া থাকেন ; বা

(ঘ) কোন সদস্যের বদলী, মৃত্যু বা দেশে অনুপস্থিতি।

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা "বা যদিও সে ;" শব্দগুলি সেমিকোলনের পরিবর্তে " ; বা" সেমিকোলন এবং শব্দটি প্রতিস্থাপিত, সেকশন–৪ (ক)।

(১২) কোন সদস্যের সহিত ব্যবসায়িক বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ কোন দরপত্রদাতাদের নিকট হইতে দরপত্র প্রাপ্ত হইলে, উক্ত সদস্যের পরিবর্তে অন্য একজন সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে।

(১৩) মূল্যায়ন কমিটির প্রত্যেক সদস্য–

(ক) এককভাবে পক্ষপাতহীনতার নিম্নবর্ণিত ঘোষণা সম্বলিত একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করিবে, যথা ঃ–

"আমি..... (নাম ও পদবী) এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সহিত আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনরূপ সম্পর্ক নাই ।" ; এবং

(খ) যৌথভাবে নিম্নবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র স্বাক্ষর করিবে, যথা ঃ

"মূল্যায়ন কমিটি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছে যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্ত অনুসরণক্রমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও বর্ণনা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কোন মৌলিক তথ্য বাদ দেওয়া হয় নাই"।

(১৪) [১][ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি], বিশেষ কোন দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নে কারিগরি সহায়তা আবশ্যক বলিয়া অনুভূত হইলে, তফসিল-৩ (Schedule-III) এর 'ক' অংশে বর্ণিত সময়সীমা অনুসরণ সাপেক্ষে, তফসিল-২ অনুসারে একটি কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে , বা উপ-বিধি (২) এর সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, মূল্যায়ন কমিটিতে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

[২][(১৫) মূল্যায়ন কমিটি ও কারিগরি কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত সভা আহ্বানকারী ক্রয়কারী তফসিল-২ এ বর্ণিত হার বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে উহার প্রত্যেক সদস্যকে ফি বা সম্মানী প্রদান করিবে।]

(১৬) [৩][উপ-বিধি] (১৫) এর অধীন [৪][মূল্যায়ন কমিটি এবং কারিগরি সাব-কমিটির] সদস্যগণকে ফি বা সম্মানী প্রদানের জন্য উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে।

---

[১]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১, তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা সন্নিবেশিত, সেকশন-৩(ক)।

[২]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১ তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩(খ)।

[৩]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯ তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা "উপ-ধারা" শব্দের পরিবর্তে "উপ-বিধি" শব্দ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৪ (খ)।

[৪]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১ তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩(গ)।

(১৭) মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদনের সহিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বান হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি পর্যায়ে যে সময় ব্যয়িত হইয়াছে তাহা উপ-বিধি (১৮) তে বর্ণিত চেক-লিস্টে প্রদর্শনপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া অনুমোদন প্রক্রিয়া মোতাবেক পরবর্তী যে কর্মকর্তার নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করার কথা তাহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে উক্ত কর্মকর্তা তাহার পর্যায়ে ব্যয়িত সময় চেক-লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করিয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(১৮) [১][উপ-বিধি] (১৭) তে বর্ণিত চেকলিষ্টসমূহ ক্ষেত্রমত তফসিল-৪ (Schedule-IV) এর অংশ-ক, অংশ-খ এবং অংশ-গ অনুযায়ী হইতে হইবে।

৯। **মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীর কার্যালয় বহির্ভূত কর্মকর্তার যোগ্যতা**।—(১) ক্রয়কারীর কার্যালয় বহির্ভূত মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ক্রয়কারীর মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা বা উহার অন্য কোন ইউনিটের কর্মকর্তা হইতে [২][পারিবেন না]।

[৩][***]

(৩) কোন বিশেষ ধরনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত আধা-স্বায়ত্তশাসিত, বিশ্ববিদ্যালয় বা সুখ্যাতি রহিয়াছে এমন কোন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণকে এই বিধি ও বিধি ৮ এ বর্ণিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে, মূল্যায়ন কমিটিতে ক্রয়কারীর কার্যালয় বহির্ভূত সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা যাইবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কাহাকেও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য নিয়োগ করা যাইবে না–

(ক) সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব দাখিলে সম্ভাবনা রহিয়াছে বা দাখিল করা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত তাহার ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকিলে ; বা

(খ) নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হইবে না এরূপ কোন স্বার্থ জড়িত থাকিলে।

১০। **মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্বকরণ**।—(১) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, যথা—

(ক) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা, যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক বা আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, জেলা বা উপজেলার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা হন ;

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯, তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ ধারা "উপ-ধারা" শব্দের পরিবর্তে "উপ-বিধি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৪(গ)।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "পারিবেন" শব্দটির পরিবর্তে "পারিবেন না" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩।

[৩]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১, তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা "উপ-বিধি-(২)" বিলুপ্ত, সেকশন-৪।

(খ) উপজেলা বা অন্য কোন পর্যায়ের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, যদি উক্ত পর্যায়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিম্নে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা না থাকে ; বা

(গ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা প্রধান নির্বাহীর অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা, যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী হন ; বা

(ঘ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী, যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালনা পর্ষদ, বা মন্ত্রণালয়, বা সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হয় ; বা

(ঙ) মূল্যায়ন কমিটির কোন সভায় কোন কারণে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী সভাপতিত্ব করিতে অসমর্থ হইলে তাহাদের অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা ; বা

(চ) কোন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ক্রয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে সচিব স্বয়ং ক্রয়কারী কার্যালয়, প্রধান, সেই ক্ষেত্রে সচিবের অব্যবহিত নিম্ন পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা।

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানী যদি কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব বা উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি তহবিল ব্যবহার করে, তাহা হইলে মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবার ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী, কোম্পানী আইনের অধীন প্রযোজ্য নিজস্ব প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করিবে।

১১। **দরপত্র বা প্রস্তাব অনুমোদন।**—(১) আইন ও এই বিধিমালার বিধান যথাযথভাবে অনুসরণক্রমে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৮ এর অধীন মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিয়া অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ–

(ক) উক্ত সুপারিশ অনুমোদন করিতে পারিবে ; বা

(খ) উক্ত সুপারিশ সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ক্রয়কারীর মাধ্যমে উক্ত কমিটির নিকট হইতে ব্যাখ্যা আহ্বান করিতে পারিবে ; বা

(গ) কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক–

(অ) উক্ত সুপারিশ বাতিলক্রমে পুনঃমূল্যায়নের জন্য উক্ত কমিটিকে অনুরোধ করিতে পারিবে ; বা

(আ) উক্ত সুপারিশ বাতিল করিয়া আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসরণক্রমে নতুনভাবে ক্রয় কার্য পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানী যদি কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব বা উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি তহবিল ব্যবহার করে, তাহা হইলে, মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানী, কোম্পানী আইনের অধীন প্রযোজ্য নিজস্ব প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করিবে।

১২। **'অর্পিত ক্রয়কার্য' অনুমোদন**।—(১) কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, বা পরিদপ্তর এর পর্যাপ্ত কারিগরি সামর্থ্য না থাকিলে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব উক্ত ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোন ক্রয়কারীকে, অতঃপর এই ধারায় নির্বাহক এজেন্সি (executing agency) বলিয়া উল্লিখিত, অর্পণ করা যাইবে।

(২) অর্পিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত নির্বাহক এজেন্সি 'অর্পিত ক্রয়কার্য' সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা ক্রয়কারী হিসাবে কাজ করিবে এবং নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদন করিবে–

(ক) এই বিধিমালার বিধান অনুসরণক্রমে ক্রয়কার্য সম্পাদন ;

(খ) আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুসরণক্রমে অনুমোদন প্রদান ; এবং

(গ) চুক্তি পরিচালনা ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কার্য বাস্তবায়ন তদারকি।

(৩) স্বত্বাধিকারী (owner) মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ সমগ্র ক্রয় এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান এবং ক্রয়কার্য সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং অর্পিত ক্রয়কার্য সমাপ্তির পরে নির্বাহক এজেন্সির নিকট হইতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

উদাহরণ।–গণপূর্ত বিভাগকে যদি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোন প্রকল্পের কোন কার্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের জন্য গণপূর্ত বিভাগ এবং উহার প্রধান, যথাক্রমে ক্রয়কারী ও ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান হিসাবে কাজ করিবে এবং উহার বাস্তবায়নকারী পক্ষ হইবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বত্বাধিকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর গণপূর্ত বিভাগের নিকট হইতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

(৪) নির্বাহক এজেন্সি, অর্পিত ক্রয়কার্যের স্থান, ডিজাইন, নির্মাণ সামগ্রী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহ
অংশ-১
সাধারণ

১৩। **ক্রয় সংক্রান্ত আইন, ইত্যাদি সাধারণের প্রাপ্যতা**।—আইন এবং তদধীনে প্রণীত বিধি, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা বা অন্যান্য দলিলপত্র সর্বসাধারণের নিকট সহজ প্রাপ্য করা ও উহার যথাযথ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, সিপিটিইউ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা ঃ–

(ক) আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বাংলা ভাষ্য এবং ইংরেজীতে অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ মুদ্রণ ও প্রকাশ করা ;

(খ) ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয়কার্য পরিচালনা সহজতর করণার্থ ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রকাশ করা ;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন প্রকাশিত আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠ, বিধিমালা সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র সর্বসাধারণের সহজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা এবং উহা সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ; এবং

(ঘ) উক্ত দলিলসমূহের হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৪। **যোগাযোগের ধরন**।–(১) কোন ও এই বিধিমালার অধীন ক্রয়কারী ও ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণকারী পক্ষের মধ্যে (যেমন–আবেদনকারী, দরপত্রদাতা, সরবরাহকারী, ঠিকাদার বা পরামর্শক) যাবতীয় যোগাযোগ লিখিত হইতে হইবে এবং উক্ত যোগাযোগের আইনগত বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার জন্য উহা প্রেরক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) ফ্যাক্স বা ইলেকট্রনিক মেইলে কোন যোগাযোগ করিবার পর উহার সমর্থনে প্রেরক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধির স্বাক্ষরযুক্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

(৩) ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার অষ্টম অধ্যায়ের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **ক্রয় পরিকল্পনা** (procurement plan) **এবং ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন**।–(১) কোন একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্তকরণের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী, কোন ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য এবং ক্রয়ের বিষয় সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিয়া এবং ক্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া প্যাকেজে বিভক্তকরণ এবং প্রয়োগযোগ্য ক্রয় পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) ক্রয়কারী ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ এবং পণ্যের প্যাকেজ একত্রীকরণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে ঃ

(ক) ক্রয়তব্য পণ্যের ধরন ;

(খ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ;

(গ) স্থানীয় বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রাপ্যতা ;

(ঘ) স্থানীয় বাজারে প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান, উৎস এবং ব্র্যান্ড ;

(ঙ) মনোনীত পণ্যের মূল্য ;

(চ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য সরবরাহে স্থানীয় সরবরাহকারীদের সামর্থ্য ;

(ছ) সংশ্লিষ্ট জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের মান ;

(জ) বাজার পরিস্থিতি এবং প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা ;

(ঝ) ক্রয়ের জরুরী প্রয়োজনীয়তা ;

(ঞ) প্রাপকের ভান্ডারের ধারণক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত সরবরাহের শর্তাদি ও সময়-তালিকা ; এবং

(ট) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংক্রান্ত ঝুঁকি।

(৩) ক্রয়কারী, পুনঃপুনঃ আবশ্যক এইরূপ পণ্য সরবরাহের জন্য, বিধি ৮৯ অনুযায়ী ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে এবং সুবিধাজনক হইলে লটভিত্তিক বা আইটেমভিত্তিক দরপত্র আহ্বান করিতে পারে।

(৪) ক্রয়কারী প্যাকেজ প্রণয়নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের সংখ্যা যেন হ্রাস না পায় উহা নিশ্চিত করিবার জন্য একটি প্যাকেজে বেশী সংখ্যাক আইটেম অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

(৫) সাধারণতঃ একই ধরনের সরবরাহকারীগণ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়া থাকে, শুধু এইরূপ আইটেমসমূহের সমন্বয়ে ক্রয়কারী প্রতিটি লট সুবিন্যস্ত করিবে।

(৬) দরপত্র প্রক্রিয়ায় উৎপাদনকারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, বিশেষ ধরনের সরবরাহের (যেমন-স্বাস্থ্য সেক্টরের পণ্য) জন্য আইটেমভিত্তিক দরপত্র আহ্বান করা যাইবে।

(৭) ক্রয়কারী, কার্যের ক্ষেত্রে, ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে ঃ

(ক) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ;

(খ) ঠিকাদারী সেক্টরের বিদ্যমান অবস্থা ;

(গ) স্থানীয় ঠিকাদারদের সামর্থ্য ;

(ঘ) প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা ;

(ঙ) ভৌগলিক অবস্থান ;

(চ) কার্য সমাপনের প্রত্যাশিত তারিখ ;

(ছ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

১৬। **ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি**।–(১) ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) ক্রয় পরিকল্পনায় মূল্য বা পদ্ধতি নির্বিশেষে ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সকল অভীষ্ট বস্তু বা বিষয়, যথা, পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য, ভৌত, ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবার শ্রেণীভিত্তিক বিন্যাসপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচী এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য আলাদাভাবে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) ক্রয়কারী উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে, [১][তফসিল-৫ এর অংশ-ক অনুসারে], প্রকল্পের পূর্ণ মেয়াদকালের জন্য সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) বা কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (TPP) এর সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) ক্রয়কারী, প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের শুরুতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তহবিল প্রবাহের বিষয়টি বিবেচনাক্রমে, কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং [১][প্রাক্কলিত ব্যয় (cost estimate)] বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে হালনাগাদ করিবে।

[২][(৫ক) উপ-বিধি (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল চূড়ান্তকরণের পূর্বে বা দরপত্র বা প্রস্তাব আহ্বানের পূর্বে উন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেট নির্বিশেষে ক্রয়কারী কর্তৃক নিজ এবং অন্য ক্রয়কারীর প্রতিনিধিসহ ৩(তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ক্রয়ের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) প্রস্তুত করিবে এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুতকালে পরিবহন ব্যয়, ওভারহেড, মুনাফা, ঝুঁকি, ভৌগোলিক অবস্থান, জটিলতা (complexity) অনগ্রসরতা, জেলা সদর বা ক্রয় কার্যস্থল হইতে দূরত্ব, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং অগ্রিম আয়করসহ (AIT) আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করিবে।

"(৫খ) উপ-বিধি (৫ক) এর অধীন প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর সার্বিক বা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয় হইতে অধিক হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এবং অধিক না হইলে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (যদি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিম্নে হন) কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত, অনুমোদনকারীসহ উপ-বিধি (৫ক) তে উল্লিখিত কমিটি সকল সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় সীলগালা করিয়া রাখিবে, যাহা দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির নিকট দরপত্র খোলার প্রাক্কালে হস্তান্তর করিবে এবং দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্র উন্মুক্তকরণ সভায় দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ঘোষণাপূর্বক দরপত্র উন্মুক্তকরণ সীটে উহা লিপিবদ্ধ করিবে"।]

(৬) ক্রয়কারী, প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের শুরুতে, রাজস্ব বাজেটের অধীন ক্রয়ের জন্য শুধু একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

(৭) কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

---

[১]এস, আর, ও নং ৭৩- আইন/২০১১, তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, সেকশন ৫(ক) ও (খ) (অ)।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫- আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "উপ-বিধি (৫ক) ও (৫খ)" প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৪।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা ও হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী ক্ষেত্রমত তফসিল-৫ (Schedule-V) এর অংশ-ক, অংশ-খ, অংশ-গ, অংশ-ঘ, অংশ-ঙ তে বর্ণিত ছক অনুসরণ করিবে।

(৯) প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের শুরুতে ক্রয়কারী, উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য উপ-বিধি (৭) এর অধীন অনুমোদিত সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা ও হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, উহার নোটশ বোর্ডে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহার ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর বা সংস্থার ওয়েবসাইটে, বুলেটিন বা রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

(১০) ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, পুনঃ দরপত্র আহ্বান এনং অন্যান্য অদৃষ্টপূর্ব (unforeseen) পরিবর্তন বা সীমাবদ্ধতা বিবেচনাক্রমে ক্রয়কারী নিজস্ব প্রয়োজনে ক্রয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উহা হালনাগাদ করিবে।

(১১) ক্রয়কারী, তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য, উহার সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা ও হালনাগদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউ-কে অন-লাইন (on-line) বা অন-লাইন এ সম্ভব না হইলে অফ-লাইন (off-line) মাধমে অবহিত করিবে, যাহা সিপিপিইউ'র ওফেবসাইটেও নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

১৭। **একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্তকরণ**।—(১) ক্রয়কারী উহার ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কোন নির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের উদ্দেশ্যে, সাধারণতঃ একটি প্রকল্প বা কর্মসূচীর কোন অংশ নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করিবে না।

(২) ক্রয়কারী, মূল্যায়নের সময় আড়াআড়ি অবহার (cross-discounts) প্রদান সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োগ সহজ করার উদ্দেশ্যে, সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনায় অনুমোদিত কোন প্যাকেজ সাধারণতঃ ৫ (পাঁচ) টির অধিক লটে বিভক্ত করিবে না।

[১][(২ক) প্যাকেজ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, লটের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা শতকরা হারে মূল্যছাড় (discount) প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত মূল্যছাড় (discount) প্যাকেজ বা লটের সকল আইটেমের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে ;

আরও শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত মূল্যছাড় (discount) দরপত্রের গাণিতিক ত্রুটি সংশোধনের পর বিবেচিত হইবে।]

(৩) ক্রয়কারী কোন একক কাজ ক্ষুদ্রতর একাধিক প্যাকেজে বা প্যাকেজকে একাধিক ক্ষুদ্রতর লটে বিভক্ত করিবার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে ঃ

(ক) সুপারিশকৃত আকারের প্যাকেজ বা লটের জন্য রেসপন্সিভ দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সামর্থ্য ; এবং

(খ) সম্ভাব্য কার্য চুক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত কার্যের জন্য নিধারিত স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় উহার বাস্তবায়নজনিত সুবিধা।

---

[১]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "উপ-বিধি (২ক)" সন্নিবেশিত, সেকশন-৫।

(৪) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যথোপযুক্ত কারণ থাকা সাপেক্ষে, ক্ষুদ্রাকার প্যাকেজ বা লটে বিভক্তিকরণ অনুমোদন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (১),(২) ও (৩) এর অধীন কোন একক ক্রয়কার্য একাধিক প্যাকেজে বা কোন প্যাকেজ একাধিক লটে বিভক্ত করা হইলে, উহার কোন একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের পূর্বে, প্যাকেজসমূহ বা লটসমূহের মোট মূল্যের সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভুক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ বা লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১।— যদি ৮০ (আশি) কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ রাস্তা-কাম-বাধ নির্মাণের জন্য কোন ক্রয় প্যাকেজকে ৪(চার)টি লটে বিভক্ত করিয়া দরপত্র আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে উহার কোন একটি লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ৪(চার) টি দরপত্রেরই হালনাগাদ অগ্রগতি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

উদাহরণ ২।— যদি ১০০ (একশত) কোটি টাকা মূল্যের ক্রয়ের দরপত্র আইটেম ভিত্তিক আহ্বান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলম্ব এড়ানোর জন্য পর্যায়ক্রমে উহার বাস্তবায়ন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে উহার যে কোন একটি আইটেমের জন্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে উক্ত টেন্ডারের ভিত্তিতে সম্পাদিতব্য সকল চুক্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ অগ্রগতি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

১৮। **ক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা।**—(১) ক্রয়কারী–

(ক) সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক প্রকল্প বা কার্যের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে ;

(খ) কার্য বা জটিল সরবরাহ চুক্তির ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিদ্যমান কার্য বা যন্ত্রপাতির নবরূপদানের (refurbishing) জন্য, সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ ক্রয়কারীর প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাহাতে কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা ব্যাখ্যা চাহিতে পারে তজ্জন্য প্রাক-দরপত্র সভা আহ্বান করিবে ;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন প্রাক-দরপত্র সভা অনুষ্ঠিত হইলে, উক্ত সভার কার্যবিবরণী যে সকল সম্ভাব্য দরপত্রদাতা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন এবং যাহারা দরপত্র দলিল ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু সভায় যোগদান করেন নাই তাহাদের সকলকে তফসিল-২ এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করিতে হইবে ; এবং

(ঘ) দরপত্র দলিলের ভুলত্রুটি সংশোধন বা প্রদত্ত অতিরিক্ত তথ্য পরিশিষ্ট (addendum) আকারে বিধি ৯৫ অনুযায়ী সকল দরপত্রদাতাদের নিকট বিতরণ করিতে হইবে।

(২) যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে আবেদনকারী, দরপত্রদাতা বা পরামর্শকদের যোগ্যতা নিরূপণ করা হইবে উহা সংশ্লিষ্ট দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া আবেদনকারী বা দরপত্রদাতাকে আহ্বানে সাড়া প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সময় প্রযোজ্য দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

অংশ-২
দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ নির্ধারণ এবং নিরাপত্তা জামানত

১৯। **দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ নির্ধারণ**।– (১) দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ, দরপত্র বা প্রস্তাবের জটিলতা (complexity) এবং উহা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য আবশ্যক সময় বিবেচনায় নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে উহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এ বর্ণিত সময়সীমা অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিশেষ ক্রয় কর্মকাণ্ডের শর্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ কমাইতে বা বাড়াইতে পারিবেন।

২০। **দরপত্র বা প্রস্তাব মূল্যায়নের সময়সীমা**।– (১) ক্রয়কারী, [১][বিধি] ১৯ অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে দরপত্র বা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং চুক্তি সম্পাদনের কার্যাদি সম্পন্ন করিবে।

(২) ক্রয়কারী, দরপত্র বা প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, দরপত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষণ প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদনের জন্য বিধি ৩৬ এর বিধান অনুসরণ করিবে।

২১। **বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি**।– (১) ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে, দরপত্র বা প্রস্তাবের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্তের পূর্বে, উহার [২][বৈধতার মেয়াদ সর্বোচ্চ ২(দুই) বার বৃদ্ধির] জন্য ক্রয়কারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথমবার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এবং দ্বিতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোন অনুরোধ করা হইলে উক্ত অনুরোধপত্রে দরপত্র বা প্রস্তাবের মেয়াদ অবসানের নূতন তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে, এবং মেয়াদ বৃদ্ধির উক্ত অনুরোধপত্র তফসিল-২ এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীগণের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২২। **দরপত্র জামানত**।—(১) অসদুদ্দেশ্যে দরপত্র দাখিল নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী দরপত্র দলিলে এই মর্মে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে যে, প্রতিটি দরপত্রের সহিত, দরপত্রদাতার পছন্দ অনুযায়ী, বাংলাদেশের কোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, বা দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত ছকে ব্যাংক গ্যারান্টি, জামানত হিসাবে দাখিল করিতে হইবে [৩]ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত মূল্যসীমা পর্যন্ত কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রের সহিত জামানত হিসাবে বাংলাদেশের কোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দাখিল করিতে হইবে।]

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯, তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা "ধারা" শব্দটির পরিবর্তে "বিধি" শব্দ প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৫।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধির" শব্দগুলির পরিবর্তে "বৈধতার মেয়াদ সর্বোচ্চ ২(দুই) বার বৃদ্ধির" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৬।

[৩]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯, তারিখ ঃ ১২ আগস্ট ২০০৯ দ্বারা দাঁড়ি (।) পরিবর্তে কোলন (ঃ) প্রতিস্থাপিত এবং শর্তাংশ সংযোজিত, সেকশন-৬।

(২) আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে, কোন সুখ্যাতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাংক কর্তৃক দরপত্র দলিলে নির্দিষ্টকৃত ছকে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে, যাহা বলবৎযোগ্য করার জন্য বাংলাদেশে উহার কোন সহযোগী ব্যাংক কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে [১]ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা দেশীয় হইলে উক্ত দরদাতা দরপত্রের সহিত বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে পারিবে।]

(৩) অহেতুক অংশগ্রহণকারী দরপত্রদাতাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য দরপত্র জামানতের অংক পর্যাপ্তভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা দরপত্র দলিলে মোটামুটি স্থির অংকে (rounded fixed amount) উল্লেখ করিতে হইবে এবং কখনও প্রাক্কলিত চুক্তি মূল্যের শতকরা হারে উল্লেখ করা যাইবে না এবং উক্ত স্থির অংক তফসিল-২ অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ।– যদি কোন দরপত্রের প্রাক্কলিত চুক্তি মূল্য ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে উক্ত চুক্তি মূল্যের ৩% হারে দরপত্র জামানত হইবে ১৫ (পনের) হাজার টাকা, ২% হারে ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং ১% হারে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এবং দরপত্রদাতা যাহাতে প্রাক্কলিত চুক্তি মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ধারনা লাভ করিতে না পারে, সেই জন্য দরপত্র জামানত উল্লিখিত হারের ভিত্তিতে উপনীত টাকার পরিমাণ হইতে কিছুটা কম পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ৩% হারে ১৪ (চৌদ্দ) হাজার টাকা, ২% হারে ৯ (নয়) হাজার টাকা ও ১% হারে ৬ (ছয়) হাজার টাকা নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

[২][(৩ক) দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্র জামানত প্রদত্ত হইবে।]

(৪) এক বা একাধিক আইটেমের জন্য আইটেম ভিত্তিক [৩][***] দরপত্র আহ্বান করা হইলে, তফসিল-২ উল্লিখিত হারে দরপত্র দাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত [৪][আইটেমসমূহের] মোট মূল্যের শতকরা হারে একটি দরপত্র জামানত দাখিল করিবার জন্য বলা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত একটি আলাদা খামে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) দরপত্র লট ভিত্তিক আহ্বান করা হইলে, প্রত্যেকটি লটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শতকরা হারের ভিত্তিতে দরপত্র জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইবে, তবে দরপত্র দলিলে উক্ত জামানতের পরিমাণ, উপ-বিধি (৪) এর ক্ষেত্র ব্যতীত, তফসিল-২ এ উল্লিখিত স্থির অংকে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) সরাসরি দরপত্র পদ্ধতি এবং কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির অধীন পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, এবং কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দরপত্র জামানত দাখিলের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইবে না।

(৭) বিধি ২৫ এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন দরপত্রদাতার নিকট যথাসময়ে কোন দাবী উত্থাপনের প্রয়োজনে দরপত্রের বৈধ মেয়াদ পূর্তির তারিখের পর কমপক্ষে ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত দরপত্র জামানত বৈধ থাকিতে হইবে।

---

[১]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত অতঃপর শতাংশ সংযোজিত, সেকশন-৭(ক)।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "উপ-ধারা (৩ক)" সন্নিবেশিত, সেকশন-৭(খ)।

[৩]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১, তারিখ ঃ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা শব্দগুলি বিলুপ্ত, সেকশন-৬ (ক)।

[৪]এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১১, তারিখ ২৭ মার্চ, ২০১১ দ্বারা শব্দটি প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৬ (খ)।

(৮) এই বিধান অধীন বর্ধিত মেয়াদের দরপত্র জামানত কোন তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে, তদ্বিষয়ে সে সম্পর্কে ক্রয়কারী দরপত্রদাতাকে অবহিত করিবে।

২৩। **দরপত্র জামানতের মেয়াদ বৃদ্ধি**।—(১) দরপত্রদাতা, দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মত হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) অনুসারে দরপত্র জামানতের বৈধতার মেয়াদও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) কোন দরপত্রদাতা দরপত্র বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে সম্মত না হইলে, তাহার দরপত্র পরবর্তীতে মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হইবে না এবং উক্ত ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত, যতশীঘ্র সম্ভব, দরপত্রদাতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইলে, দরপত্র জামানতের মেয়াদ দরপত্রের নূতন মেয়াদ পূর্তির তারিখের পর কমপক্ষে ২৮ (আটাশ) দিন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২৪। **দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা যাচাইকরণ**।—(১) মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক, মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের পূর্বে, জামানত ইস্যুকারী ব্যাংকের নিকট হইতে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র জামানতের সঠিকতা লিখিতভাবে যাচাই করিতে হইবে।

(২) কোন দরপত্র জামানত সঠিক বলিয়া পাওয়া না গেলে, উক্ত জামানত সংশ্লিষ্ট দরপত্র পরবর্তীতে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা যাইবে না এবং এইক্ষেত্রে ক্রয়কারী আইনের ধারা ৬৪ (৫) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৫। **দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্তকরণ**।—(১) কোন দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাইবে, যদি দরপত্রদাতা–

(ক) দরপত্র উন্মুক্তকরণের পর দরপত্র জামানতের বৈধতার মেয়াদের মধ্যে দরপত্র প্রত্যাহার করে ;

(খ) চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে ;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কার্য সম্পাদন জামানত দিতে ব্যর্থ হয় ;

(ঘ) চুক্তি সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে ; বা

(ঙ) বিধি ৯৮ (১১) এর অধীন কোন গাণিতিক ভুল সংশোধনের কারণে দরপত্র মূল্যের সংশোধন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে।

২৬। **দরপত্র জামানত ফেরত প্রদান**।—(১) দরপত্র উন্মুক্তকরণের পর দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক কোন দরপত্র জামানত দরপত্রদাতাকে ফেরত দেওয়া যাইবে না।

[১][(২) ক্রয়কারী কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের অব্যবহিত পরে অগ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহের দরপত্র জামানত, ধারা ৫৩ এর বিধান সাপেক্ষে, ফেরত দিতে হইবে।

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯, তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৮।

(৩) ক্রয়কারী কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য ১ম, ২য় এবং ৩য় সর্বনিম্ন দরপত্রের জামানত ব্যতীত অন্যান্য মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতাদের দরপত্র জামানত, ধারা ৫৩ এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে, ফেরত দেওয়া যাইবে।

(৪) সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য দরপত্রের দরপত্রদাতার সহিত চুক্তিস্বাক্ষরের পরেই কেবল অবশিষ্ট দরপত্রসমূহের দরপত্র জামানত ফেরত দেওয়া যাইবে, তবে সকল ক্ষেত্রেই দরপত্র জামানত বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ফেরত দিতে হইবে।]

২৭। **কার্য-সম্পাদন জামানত (Performance Security)**।–[১](১) কৃতকার্য দরপত্র-দাতাকে তফসিল-২ এ বর্ণিত হার অনুসরণক্রমে দরপত্র উপাত্ত শীট (tender data sheet) এ নির্দিষ্টকৃত হারে কার্য সম্পাদন জামানত প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল ২ এর বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (১) এর বিপরীতে উল্লিখিত কার্য ও ভৌত সেবাক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে অনুমিত রক্ষণযোগ্য অর্থ (Retention Money) কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে গণ্য হইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, সরকারের নিজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হইতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন জামানত গ্রহণের পরিবর্তে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে, পরিশোধযোগ্য বিল থেকে, নিরাপত্তা জামানত হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর্তন করা যাইবে এবং পরবর্তীতে দরপত্র দলিল এ বর্ণিত শর্ত মোতাবেক উহা সংরক্ষণ এবং ফেরত প্রদান করিতে হইবে।]

[২](২) ফ্রন্ট লোডিং এর কারণে দরপত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রতীয়মান হইলে, উক্ত কমিটি তফসিল-২ এ নির্দিষ্টকৃত কার্য-সম্পাদন জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ক্রয়কারীর নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে এবং ক্রয়কারী উক্ত সুপারিশ অনুসারে কার্যসম্পাদন জামানত বৃদ্ধি করিবে।]

(৩) ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে [৩***] কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে সহযোগী ব্যাংক আছে এইরূপ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত কোন ব্যাংক কর্তৃক কার্য-সম্পাদন জামানত ইস্যু করিতে হইবে যাহাতে উহা বলবৎযোগ্য হয়।

(৫) রক্ষণযোগ্য অর্থ (retention money) জমা রাখার শর্ত না থাকিলে, প্রত্যাশিত কার্যসমাপ্তির তারিখের পর ২৮ (আটাশ) দিন পর্যন্ত কার্য-সম্পাদন জামানত বৈধ থাকিতে হইবে।

---

[১]এস, আর, ও নং ২০৩-আইন/২০০৯, তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৮ (ক)।

[২]এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৮ (ক)।

[৩]এস, আর, ও নং ২০৩ আইন/২০০৯, তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০০৯ দ্বারা বিলুপ্ত, সেকশন-৮ (গ)।